সুবোধিনী।

শ্রীরাধাজীবন রায়

প্রণীত।

প্রথম খণ্ড।

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্‌।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ ।।"

—রঘুবংশম্‌।

হিন্দুপ্রেস

৬১ নং আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

শ্রীগোপালচন্দ্র মান্না দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

সন ১২৯২ সাল।

বিজ্ঞাপন।

অধুনা অনেকেই নীতিগর্ভ ও হিতোপদেশপূর্ণ পুস্তক সকল প্রকাশ করিতেছেন। আমিও সেই মহোদয়গণ আবিষ্কৃত সুপ্রশস্ত পথাবলম্বী হইয়া "সুবোধিনী" নামে এই ক্ষুদ্রপুস্তিকা প্রণয়নরূপ ব্রতে ব্রতী হইয়াছি। ইহা পদ্য ছন্দে লিখিত হইল। আমি অতি স্বল্পমতি, সুতরাং এবম্বিধ কঠিন কার্য্যে মাদৃশ জনের কৃতকার্য্য হওয়া দুরাশা মাত্র। এক্ষণে সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সমীপে মদীয় নিবেদন যে, আপনারা নিজ নিজ ক্ষমাগুণে এই পুস্তিকার দোষভাগ পরিহার পূর্ব্বক গুণকণা গ্রহণ করিয়া কর্ণভূষণ করিলে, আমার পরিশ্রম সকল সফল ও আত্মাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিব। সুবোধিনীর প্রথম খণ্ড প্রচারিত হইল। পাঠকগণের অভিমতানুসারে ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হইবে।

আমার স্বজাতীয় পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু গৌরীচরণ গুপ্ত মহাশয় এই পুস্তিকার অশুদ্ধ সংশোধন বিষয়ে বহুবিধ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহিলাম।

"নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।"

কাঁচরাপাড়া,
১লা বৈশাখ, ১২৯২ সাল। } শ্রীরাধাজীবন রায়।

সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীস্বরস্বতী বন্দনা।

বীণাপাণি, বাগীশ্বরি, বিদ্যা-প্রদায়িনি !
শ্রীচরণে স্থান দেহ সরোজ-বাসিনি।
আমি অতি মূঢ়মতি কিছুই না জানি।
কেমনে তোমার স্তব করিব মা বাণি !
প্রাণীর অসাধ্য তব বুঝিতে মহিমা।
আমি তাহে, জ্ঞানহীন, কি জানিব সীমা !
যে তোমারে বাঁধে, তার, বাড়াও সম্মান !
যেনা বাঁধে, মানী হলে,—হর তার মান !!
সাধ্যমতে সেবিতেছি তব শ্রীচরণ।
কণ্ঠের উপরে মোর লহ মা আসন ॥
না বুঝে হয়েছি আগু কবিতা লিখিতে।
যেতেছি অগাধ জলে ভাসিতে ভাসিতে।
অপার এ সাগরে মা তুমি মাত্র কূল।
দাস প্রতি কৃপা করি হও অনুকূল ॥
তবে ত পূরিবে মাগো বাসনা আমার।
নতুবা হইবে শুধু পরিশ্রম সার !
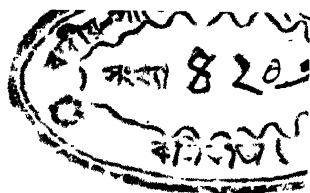
সুবোধিনী।

" অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদত্তে পুষ্পেভ্য ইব ষটপদঃ॥"

আশা।

জগতে মানব যত আশাধীন হয়।
ধন, প্রাণ, পরলোক, অন্বেষণে রয়॥
যাহার মনেতে নাহি আশার সঞ্চার।
শ্মশান তাহার জ্ঞান হয় এ সংসার॥
একই চন্দ্রিমা আশা জীবন-আকাশে।
মন-অন্ধকার আশা কটাক্ষেতে নাশে॥
আশা-হীন হলে লোক কষ্ট পায় কত।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি তার পশুদের মত॥
জীবন উপরে তার আস্থা নাহি থাকে।
সংসারে সর্ব্বদা যেন রয়েছে বিপাকে॥
আশা- নিস্ফলতা হেতু আত্মহত্যা করে।
মনে আশা করে দেখ সবে ঘূরে মরে॥
আশার হিল্লোল নাহি মনেতে যাহার।
জগতের ভাল কিছু নাহি লাগে তার॥

বসন্ত-কুসুম আর শরদিন্দু শোভা।
চক্ষুশূল তার কাছে নহে মনোলোভা ॥
পুনঃ অন্তরেতে হলে আশার উদয়।
প্রকৃতি দেবীর ছবি কত সুখময় ॥
কতই উদ্যম মনে কত অভিলাষ।
হাস্যমুখে সদা করে আনন্দ প্রকাশ ॥
উন্নতি সাধনে চেষ্টা সর্ব্বদা এখন।
সংসার ছাড়িতে কভু নাহি হয় মন ॥
তেজস্বীর তেজ আশা সাহসীর বল।
আশার সমান কিছু নাহিক সম্বল ॥

চিন্তারে প্রসূতি বলি জানি এ আশার।
উদ্যমশীলতা হয় সহচরী তার ॥
চিন্তামাত্র আশা-মাতা কভু নাহি হয়।
আশামাত্রে কিন্তু চিন্তা মূলভাবে রয় ॥
বাঞ্ছিত বস্তুর ছবি অগ্রে আঁকি মনে।
কেমনে পাইব তাহা ভাবি পরক্ষণে ॥
তদন্তে মনেতে হয় আশার সঞ্চার।
চিন্তার সহিত তাহা বাড়ে অনিবার ॥
সহচরী-শূন্যা আশা নহে বলবতী।
ফল প্রসাধনে তার না হয় শকতি ॥
উদ্যমশীলতা যদি সাহায্য করিল।
ক্রমে আশা বলবতী হইতে লাগিল ॥
বল পেয়ে আশালতা আপনার মূলে।
অচিরে সজ্জিতা হয় নানাফল ফুলে ॥

কিন্তু এই ফল নাহি একরূপ হয় ।
বিষে ভরা, কভু কটু, কভু মধুময় ।।
কি কারণে করে আশা কুফল প্রসব !
কি হেতু ইহাতে নহে সুফল সম্ভব !
প্রসূতির হতে পারে দোষ প্রথমতঃ ।
সহচরী দোষী হতে পারে দ্বিতীয়তঃ ।।
অথবা হইতে দোষ উভয়ের পারে ।
নতুবা কুফল আশা প্রসবিতে নারে ।।
দোষাশ্লিষ্টা হলে চিন্তা আশা-প্রসবিনী ।
জন্মদোষে হয় আশা কুফল-দায়িনী ।।
বিষ-বীজ-জাত বৃক্ষে ফলে কি সুফল !
কুচিন্তা-প্রসূতা আশা আনয়ে কুফল ।
চিন্তা নাহি মনোক্ষেত্রে বদ্ধমূল হলে ।
বিলীন হইয়া যায় ফল নাহি ফলে ।।
চিন্তাকালে প্রথমতঃ বিবেচনা চাই ।
বিচার করিবে মনে যাতে দোষ নাই ।।
সুচিন্তা কুচিন্তা হতে ফলে কিবা ফল ।
মনে মনে একে একে জানিবে সকল ।।
সেই চিন্তা যদ্যপি হে ভাল চিন্তা হয় ।
সুআশা তাহার সঙ্গে প্রথমতঃ বয় ।।
কিন্তু আছে পদে পদে বিপদ আশার ।
উদ্যমশীলতা দোষে রাখা তাহে ভার ।।
যেরূপ সম্বন্ধ লতা পুষ্প আর গন্ধে ।
চিন্তাদি তিনেতে বদ্ধ সেরূপ সম্বন্ধে ।।
চিন্তা-বিরহিতা আশা অমূলক জানি ।
উদ্যম বিহনে আশা বন্ধ্যা বলে মানি ।।

এ আশার ছলনাতে ভুলি কত লোক ।
পাইতেছে জগতেতে কত মতে শোক ।।

সেই দশা ভারতের হয়েছে এখন ।
আশা আছে উদ্যমের কিন্তু প্রয়োজন ।।
ভারত-সন্তান এবে উচ্চ হইয়াছে ।
স্বদেশের চিন্তা লয়ে সবে পড়ে আছে ।।
আধুনিক যুবকের দল বিশেষতঃ ।
ভারতের সুখ-আশে চেষ্টিত সদত ।।
আহারে বিহারে কিবা শয়নে স্বপনে ।
ভারতের দুঃখ জাগে তাহাদের মনে ।।
উদ্যমেরে মনে কেহ নাহি দেয় স্থান ।
কেমনে সুফল আশা করিবে প্রদান ।।
নির্ভর না করি শুধু চিন্তার উপর ।
উদ্যমে যদ্যপি সবে কর সহচর ।।
তাহোলে প্রশস্ত হবে উন্নতির পথ ।
ভারতের ক্রমে পূর্ণ হবে মনোরথ ।।
আবার মলিনমুখী উজ্জ্বলা হইবে ।
মন্দার-কুসুম মরুভুমেতে ফুটিবে ।।
নতুবা সকল আশা হইবে নিস্ফল ।
অরণ্যে রোদন প্রায় হইবে কেবল ।।

৬

আশাহীন জন দেখে ধরা শূন্যময় ।
চিত্ত-ভুমে স্ফূর্ত্তি-তরু ক্রমে শুষ্ক হয় ।।
তখন জীবন নাশ অচিরেই ঘটে ।
মনে বুঝে দেখ সবে বটে কি না বটে ।।

ব্রহ্মপুরে কোন এক ব্রাহ্মণনন্দন ।
বিড়াল পুষিয়াছিল করিয়া যতন ॥
কার্য্য উপলক্ষে বিপ্র লয়ে পরিবার ।
বিদেশে যাইল গৃহে রাখিয়া মার্জ্জার ॥
সেইখানে এক মাস ছিল সে ব্রাহ্মণ ।
বিড়ালের এ দিকেতে শুন বিবরণ ॥
সজ্জিত গৃহের তাকে খালি হাঁড়ি ছিল ।
খাদ্যদ্রব্য আছে তাহে বিড়াল ভাবিল ॥
উঠিতে না পারে তাকে উচ্চ অতিশয় ।
মার্জ্জার রহিল বসি দুঃখিত হৃদয় ॥
তাকে উঠে খাবে আশা মার্জ্জারের মনে ।
সেই ভাবে এক মাস রহে অনশনে ॥
বাটীতে আসিয়া তবে সেই দ্বিজবর ।
বিড়ালে দেখিল বসি ঘরের ভিতর ॥
তাক পানে দৃষ্টি তার করি দরশন ।
তাকেতে ইন্দুর আছে ভাবিল ব্রাহ্মণ ॥
হাঁড়ি নাড়ি দ্বিজবর দেখিতে লাগিল ।
শূন্য হাঁড়ি দৃষ্টিমাত্র মার্জ্জার মরিল ॥
আশার আশ্রয় লয়ে জীব প্রাণ ধরে ।
আশাহীন হলে সবে এইরূপে মরে ॥

৮

সকলে নির্ভর করে আশার উপরে ।
সাগর ছেঁচায়ে লোক মাণিকের তরে ॥
সদাগর করে আশা কিসে লাভ হবে ।
মানীজন করে আশা কিসে মান রবে ॥

বন্দী করে কারাগারে মুক্তিলাভ আশা।
সজল উত্তম হবে আশা করে চাষা।।
রাহু মনে করে আশা গ্রাসে সুধাকরে।
পরের অনিষ্ট আশা খলের অন্তরে।।
পিতার সম্পত্তি আশা করে পুত্রগণ।
ধনীর সদাই আশা কিসে বাড়ে ধন।।
বেতনের বৃদ্ধি আশা করে ভৃত্যগণে।
প্রচুর গহনা আশা স্ত্রীজাতির মনে।।
সর্ব্ব জাতি আশা করে স্বদেশের সুখ।
বন্ধ্যা আশা করে দেখি সন্তানের মুখ।।
খদ্যোতের আশা ধরে, শশাঙ্ক কিরণ।
অন্যের সম্পত্তি আশা করে চোরগণ।।
লম্পটের আশা মনে হরে কুলবতী।
কুলটার আশা ঘরে আনে উপপতি।।
জগতের মন্দ-আশা করয়ে কুলোক।
অন্ধজন আশা করে হেরিতে আলোক।।
কুব্জ মনে করে আশা উত্তান-শয়ন।
রাজ্যলাভ আশা করে যতেক রাজন।।
ছাতারের আশা শিখে খঞ্জনের নাচ।
ধরিতে হীরক-কান্তি আশা করে কাচ।।
বায়সের আশা পায় কোকিলের ধ্বনি।
নির্দ্ধন করয়ে আশা কিসে হয় ধনী।।
হরিতে নলিনী মন ভেক আশা করে।
বধিরের মনে আশা শ্রুতিশক্তি ধরে।।
বাসুকি সমান হতে চাহে নাগগণ।
গগন ধরিতে আশা করয়ে বামন।।

কৈলাস পর্ব্বত হতে চাহে গিরিগণে।
শশধরে ধরে আশা শিশুদের মনে।।
ঈশ্বর প্রাপ্তির আশে যোগিগণ রহে।
করিয়া কঠোর ব্রত কত কষ্ট সহে।।

এইরূপ জগতের সবে পরস্পরে।
স্বার্থ সাধনের তরে মনে আশা করে।।
মনেতে যেমন যার আশার উদয়।
সেই অনুসারে তার ফল ভোগ হয়।।
দ্রৌপদীব আশা করি কীচক দুর্ম্মতি।
ভীম-হস্তে যমপুরী গেল শীঘ্রগতি।।
রাবণের হিত-আশে নিশাচরগণ।
ক্রমেতে সকলে দেখ পাইল নিধন।।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে দেখ পতি আশা করে।
সূর্পনখা কত ব্যথা পাইল অন্তরে।।
মন্দ আশা করি দেখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণে।
একে একে গেল সবে শমন ভবনে।।
তাই বলি সুআশায় সবে দিবে মতি।
বিফল হলেও তাহে নাহি কিছু ক্ষতি।।
শ্রীচৈতন্য পরাশর গৌতমাদি সবে।
সুআশার জন্যে তাঁরা বিখ্যাত এ ভবে।।

•

আইস আমরা ভবে ঈশ্বর নিকটে।
প্রার্থনা করিব সদা সবে অকপটে।।
সর্ব্বজীবে সম দয়া করেন ঈশ্বর।
সকলেই আত্ম তাঁর কেহ নহে পর।।

ঈশ্বরের কৃপা হলে ঈশ্বর পাইব।
নশ্বর জগতে আর কভু না রহিব॥
মায়া-কূপে পড়ে আর কেন খাবি খাই।
রয়েছে বিশ্বাস-রজ্জু, ধরে উঠ ভাই॥
ঈশ্বরে দোহাই দিয়ে দুটী বাহু তুলে।
নেচে তাঁর গুণ গাও সব্ যাও ভুলে॥
আজ্ কাল্ করে আর কেন কাটে কাল।
মিছে কাযে ঘূরে সদা কর গোলমাল॥
মুক্তি আশে ভক্তি ভাবে পেয়েছে সবাই।
জেনে শুনে তবে কেন ভুলে যাও ভাই॥
বোলে বোলে আর কেন মুখে পড়ে ফেকো।
বুঝে সুঝে আর কেন হয়ে থাকো ভেকো॥
বিশ্বাসে নিকটে তিনি তর্কে বহুদূর।
ঠাবে ঠোরে বুঝে দেখ ভাঙ্গিবনা ভূর॥

পরাধীনতা।

বঙ্গভূমি পরাধিনী যে দিন হইতে,—
মোদের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী দেশ পরিহরি;
কাঁদিয়া অপর দেশে গেছেন চলিয়া,
আমাদের সকলকে অভাগা করিয়া!

সাহস ক্ষমতা তেজ বিদ্যা বুদ্ধি আর,
পিছু পিছু সঙ্গে তাঁর করেছে গমন;—
ভীরুতা অমনি পেয়ে সেই অবকাশ,
করিতে লাগিল নিজ ক্ষমতা প্রকাশ!

তদবধি ভ্রান্তি-কূপে পড়িয়ে আমরা,
শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি গুণ হারায়েছি ;—
স্বচক্ষে দুর্গতি নিজ করিয়া দর্শন,
অনায়াসে করিতেছি সময় ক্ষেপণ !

সময়-বৈগুণ্যে আর কাল সহকারে,
ঘটিবারে পারে ওহে যত অমঙ্গল ;—
সকলি—ঘটিয়া গেছে মোদের কপালে,
মুক্তি-চেষ্টা তবু নাহি করি কোন কালে !!

ইহা অতিশয় ভাই দুঃখের বিষয়,
কাহার নাহিক চেষ্টা উন্নতি সাধনে ;
বরঞ্চ অশিব যত ঘটন উপর,
ইচ্ছা করি আনি আর কষ্ট বহুতর !

বঙ্গমাতা হইবেন স্বাধীন আবার,
স্বাধীনতা সুখ পাবে তাঁর সুতগণে ;
এরূপ মনেতে আশা কভু নাহি করি,
কেবল মনের দুঃখে খেদ করে মরি ।

উৎকট রোগেতে জীর্ণ মানব যেমন,—
বাঁচিবার আশা নাই তবু চেষ্টা করে ;
সেরূপ মোদের ওহে উচিত সবার,
দাসত্ব হইতে চেষ্টা মুক্ত হইবার ।

পরাধীন বটে মোরা অদৃষ্টের দোষে,
তা বলে কি পরিব হে গলেতে শৃঙ্খল !

দাসত্ব-নিগড়ে বদ্ধ করি পদদ্বয়,
তা বলে কি থাকিবারে উপযুক্ত হয় !

ভূমণ্ডলে দেখ ভাই কত জাতি আছে,
সকলে কি স্বাধীনতা-সুখভোগ করে !
সবে কি দাসত্বে করে পূর্ণ মনোরথ !
সবে কি করয়ে রোধ উন্নতির পথ !

বোম্বে মান্দ্রাজের লোক বল কয় জন !
সাধারণ কার্য্যালয়ে হয় কর্ম্মচারী ;
সকলে অবস্থা মত ব্যবসা করিয়া,
সময় ক্ষেপণ করে সুখেতে থাকিয়া।

পাঠান মোগল আর য়িহুদী আরব,
কোন্ জাতি ত্যজিয়াছে জাতি-অভিমান !
ভরণপোষণ লাগি বল কোন্ জাতি,
পরদ্বারে উপাসনা করে দিবারাতি !

ভাবিয়ে দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে,—
বঙ্গবাসী দাসত্বতে বড় অভিলাষী ;
সর্ব্বাপেক্ষা কিন্তু ইহা ক্ষোভের বিষয়,
ধনীগণ ধন-লোভে দাসত্ব করয় !

যাহাদের খাইবার আছয়ে সংস্থান,
দশজনে পালিবারে পারেন যাঁহারা ;
তাঁহারা লইয়া কেন সঞ্চিত সে ধন,
পরদ্বারে দাসত্বতে লালায়িত হন !

আজ কাল দাসত্বতে দেখি যত মান,
পূর্ব্বেতে এরূপ ভাই কভু নাহি ছিল—
ঘৃণা করিতেন সবে করিতে চাকরি ;
তথাপি, গেছেন সবে সুখে কালহরি !

ব্রাহ্মণ সহসা এই ঘৃণিত কার্য্যেতে,
কদাচ প্রবৃত্ত নাহি হতেন তখন ;
শূদ্রগণ এ কারণ ছিল ধনবান—
ইতিহাসে কত শত তাহার প্রমাণ ।

কি বিপ্র কি শূদ্র এবে দেখিবারে পাই,
চাকুরির সুধাপানে ব্যতিব্যস্ত সবে ;
আস্থা আর নাহি কার নিজ ব্যবসায় ;
রাজকীয় ভাষা শিখি দিব্য কায পায় !

চাকুরিতে বঙ্গবাসী ব্যগ্র যতদূর,—
অন্য কার্য্যে কভু তারা নহেক তেমন ;
চাকুরিতে প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার !
স্বাধীন থাকিয়ে সুখে বাণিজ্য কি ছার !!

বসন প্রভৃতি যাহা প্রয়োজন হয়,
বিলাত হইতে হেথা—আসিছে সকল ;
বাণিজ্য প্রসাদে তাহা যদি না আসিত,
সংসার নির্ব্বাহ করা দুঃসাধ্য হইত ।

ছুতার নাপিত আদি বিলাত হইতে—
আসিয়া করিছে বাস আমাদের দেশে ;

নতুবা, মোদের কষ্ট হতো অগণন !
জাতীয় ব্যবসা সবে ছেড়েছে যখন !

যদিও উঠিয়া গেছে জাতীয় ব্যবসা,
বিদ্যার উন্নতি কিন্তু হয়েছে অনেক ;—
দেখিয়া উন্নতি কিছু অবনতি সনে,
হর্ষ বিষাদেতে মগ্ন হতেছি এক্ষণে !

কিন্তু সে বিদ্যার হায় ! এই পরিণাম,—
ঘৃণিত দাসত্ব-কার্য্যে নিযুক্ত হওন !
বিদ্যা শিখি কর যদি চাকুরি সকলে,
তবে সে বিদ্যার বল কি আসিল ফলে !

তাই এবে সকলেরে করি নিবেদন,
স্বদেশের হিত-আশে মন দেহ সবে—
কেহ কেহ কৃষিকার্য্যে করহ প্রবেশ ;
অনেক লাঘব হবে তোমাদের ক্লেশ !

উর্ব্বরা বঙ্গের সম দেশ আর নাই—
প্রচুর সকল দ্রব্য হয় এখানেতে,
বিলাতি দ্রব্যের প্রতি রেখনা নজর ।
সকলে নির্ভর কর দেশের উপর ॥

লেখা পড়া শিখি, যদি ইংরাজের মত—
সকলি করিতে শিখ আপনার দেশে ;
তাহা হলে ক্রমে ক্রমে যাবে সব দুঃখ ।
পরাধীন হয়ে পাবে স্বাধীনতা-সুখ !

জগতের যত লোক স্বাধীনতা খুঁজে ;—
শুককে রাখয়ে রাজা কাঞ্চন-পিঞ্জরে ;
যতনেতে দুই বেলা রাজ-ভোগ পায়,
তথাপি তাহার মন বন পানে ধায় !

চোরগণ বন্দী ভাবে থাকে কারাগারে,
কোম্পানি যোগায় দেখ তাদের আহার ;
তথাপি মনেতে তারা মুক্তি-দিন গণে,
পলাবার চেষ্টা কত করে প্রাণপণে।

স্বাধীনতা সম সুখ কি আছে ধরায় !
পশুরাও হতে নাহি চাহে পরাধীন ;—
তাহার বৃত্তান্ত এক করি নিবেদন,
মনোযোগে সকলেতে করহ শ্রবণ।

কোন ব্রাহ্মণের ছিল পালিত কুকুর,
তাহার সাক্ষাৎ হলো কোন ব্যাঘ্র সনে ;—
শার্দ্দূল তাহারে কয় করি সম্ভাষণ,
"হৃষ্টপুষ্ট হয়েছহে কিরূপে এমন !"

তাহার সে বাণী শুনি কহিছে কুকুর,—
"বড়ই সুখেতে ওহে আছি আমি ভাই ;
পেট ভরে দুই বেলা পাইহে আহার,
তার চেয়ে সুখ বল কিবা আছে আর !"

ব্যাঘ্র বলে, "মৃগ আর পাইনা হে বনে,
যেতেছে আমার ভাই বড় দুঃসময় ;"—

কহিতে কহিতে কথা ব্যাঘ্রের তখন,
কুকুরের গলদেশে পড়িল নয়ন।

বলে, "ভাই তব গলে ও কিসের দাগ !
দেখিয়া বিস্ময় বড় হইল মনেতে"।
তখন তাহার প্রতি সে কুকুর কয়,
"বন্ধনের চিহ্ন ভাই জানিও নিশ্চয় ."

কুকুরের কথা শুনি শার্দ্দূল তখন,
বলে, "ভাই বুঝিয়াছি যে সুখ তোমার ;—
অনাহারে মরে যাই সেও মোর ভালো,
তথাপি দেখিব যেহে স্বাধীনতা-আলো ."

বহুকাল পরাধীন থাকিয়ে আমরা,
ভুলিয়া গিয়াছি সবে স্বাধীনতা-সুখ ;
হিতাহিত কিছু আর—পারিনা বুঝিতে,
তাইতে সন্তুষ্ট সবে আজি চাকুরিতে !

মন্দ কর্ম্ম যদি মোরা করি দীর্ঘকাল,
মন্দ বলি আর নাহি হইবেহে বোধ ;—
ভাল চেয়ে মন্দ কর্ম্মে আগে যায় মন,
সত্য মিথ্যা মনে ভেবে দেখ সাধুজন।

ভবিষ্যৎ গর্ব্ভে আছে যে সব মানব,—
আমাদের দোষ গুলি গুণ ভেবে লবে !
তাইবলি সাধু সবে শুন মন দিয়া,
থাকিতে চেওনা আর অধীন হইয়া।

দেশের দুর্গতি দেখি প্রাণ যেন কাঁদে,
ব্যগ্র হয়ে কর সবে পথ প্রদর্শন ;—
জগতে অসাধ্য ভাই কিবা আছে বল,
চেষ্টায় অবশ্য ওহে ফলিবে সুফল।

নারিকেলে হয় যথা জলের সঞ্চার,—
কমলার কৃপা তথা হয় নর প্রতি ;
পুনঃযবে লক্ষ্মী দেবী করেন গমন,
কুঞ্জর কপিত্থ খেলে যেরূপ ঘটন !

স্বাধীন ছিলাম এবে হয়েছি অধীন,
কেমনে কিহেতু তাহা বুঝিতে না পারি ;
ক্রমে ক্রমে হইয়াছে সুখের বিচ্ছেদ,—
প্রভেদ বুঝিয়া এবে করিতেছি খেদ।

নলিনী মলিনী হয় দিবাগত হলে,
শশিকলা বিকলা, নিশার অবসানে ;
শেষেতে বুঝিয়া বিধি মনুষ্য কারণ,—
করেছেন সুখ-নিধি রমণী-আনন !

সেইরূপ আগে সবে জ্ঞানী নাহি হয়,
দেখে, শুনে, ঠেকে, শিখে মনুজের দল ;—
পরাধীনে বুঝিয়াছি স্বাধীনতা-সুখ,
যেতেছে ফাটিয়া বুক স্মরিয়া এ দুঃখ।

আগে সাবধান হলে হতো কি এমন,
—অবিরত ঝরিত কি নয়নের জল ?

ভেঙ্গেছে হে সকলের এবে ঘুম-ঘোর,
বুদ্ধি আসি যোগায়েছে পলাইলে চোর ।

যদিও তাহাতে কিছু ফল নাহি ফলে,
তথাপি করিতে হয় চোরের সন্ধান ;—
পরিশ্রম করিলেহে আছে তার ফল,
জগতে শ্রমেতে সব হতেছে সফল ।।

সকলে যদ্যপি মোরা এক হয়ে মিলি,
অবশ্য স্বাধীন মোরা হইতেত পারি ;—
তৃণচয় হয় যদি একত্র করণ,
বন্ধন হয় হে তাহে দুর্ব্বার বারণ ।

কিন্তু হে আমার মনে হতেছে বিশ্বাস,
ইন্দুরেব পরামর্শ করিতেছি মোরা ;—
বিড়ালেব গলে বল ঘণ্টা কেহে দিবে !
দুস্তর সাগবে বল কেবা হে তারিবে !

ধন ।

সংসারের সার বস্তু এক মাত্র ধন ।
ছোট বড় সবেঁ করে ধন আকিঞ্চন !
অর্থ বিনা কোন কর্ম্ম করা নাহি যায় ।
অর্থ হতে নানা সুখ চিরকাল পায় ।।
ধন-হীন জনে দেখে সবে ঘৃণা করে ।
সখাও তাহার সনে শত্রু-ভাব ধরে !

জল-হীন জলধরে শরদে যেমন,
ছিন্ন ভিন্ন করি তারে উড়ায় পবন।
ধন-হীনে সমাজে নাকবে সমাদর।
আত্মীয় কুটুম্ব তার সবে হয় পর॥
নির্ধনে বিশ্বাস নাহি করে কোন জন।
ডেকে না জিজ্ঞাসে কেহ বলে অভাজন॥
স্বজন বান্ধব সনে যদি দেখা হয়।
পাশ ফিরে চলে যায় কথা নাহি কয়॥
পাছে কিছু চায় ভেবে করে পলায়ন।
কতই যন্ত্রণা দেখ হইলে নির্ধন॥
মূর্খজন দেখ সবে ধনের কৃপায়,
পণ্ডিত বলিয়া কত সমাদর পায়!
জাতি মান আদি করি সব ধন শেষে।
ধন না থাকিলে কুল যায় কোথা ভেসে॥
ধর্ম্ম-কীর্ত্তি কুল-প্রাপ্তি ধন হতে হয়।
ধন দিলে সকলেতে বশীভূত রয়॥
ধনে বন্ধু মোক্ষলাভ শাস্ত্রের লিখন।
ধন লাগি লালায়িত দেখ সর্ব্বজন॥
ধন বিনা ভূমণ্ডলে থাকা নাহি যায়।
অখিল সংসার মুগ্ধ ধনের মায়ায়॥
রূপ-হীন জনে ধন রূপবান করে।
একমাত্র কুল ধন বিপদ-সাগরে॥
দারিদ্র-দুর্নাম দেখ ধন হতে যায়।
সকল সমাজে মান ধন হতে পায়॥
বিদ্বান্ নির্ধন হলে পায় কি সম্মান!
ধনের প্রসাদে মূর্খ পায় কত মান!

সকলে অগ্রাহ্য করে না থাকিলে ধন!
নিজ সহোদর নাহি করে সম্ভাষণ!!
নিঃস্ব প্রভু দেখে ভৃত্য সদা কোপ করে
আপনার পরিবার সেও অনাদরে॥
ধন-হীনে পিতা মাতা নাহি ভালবাসে।
ধনাঢ্য কখন নাহি নির্ধনে সম্ভাষে॥
সন্তান করে না সেবা নির্ধন পিতার।
ধনের আদরে ওহে আদর সবার॥
হেন ধনে উপার্জ্জনে হয়োনা বিমুখ।
ধন হলে এ জগতে পাবে যত সুখ॥
ধন হতে পুত্রশোক হয় নিবারণ।
পৃথিবীতে নাহি কিছু ধনের মতন॥

নিঃস্ব জনে কেহ কভু গ্রাহ্য নাহি করে.
তাহার বৃত্তান্ত এক কহি সবিস্তরে;—
কোন দেশে ছিল এক ব্যবসায়ী জন।
বলদ লইয়া হাটে করিল গমন॥
তিন মণ কলায়েয় ছিল প্রয়োজন।
দুর্লভ দেখিল তথা পায় দেড় মণ॥
এক ছালা পূর্ণ হলো কলায়ের ভার।
অন্য ছালা কিসে পূরে ভাবনা অপার॥
বলদ বহিতে পারে ভার তিন মণ।
কেমনে বোঝাই দিবে ভাবে মনেমন॥
এইরূপে বহু চিন্তা করি মহাজন।
ঢেলা ইটে অন্য ছালা করিল পূরণ॥

বলদের পৃষ্ঠে ভার তুলি অবশেষে।
বলদ পশ্চাতে চলে আপনার দেশে ।।
বণিক যাইতেছিল ত্বরিত গমনে।
হেনকালে দেখা তার কোন জন সনে ।।
ডাকিয়া তাহারে সেই করে সম্ভাষণ,
" কি দ্রব্য বলদ তব করিছে বহন " ?
" এক পাটে ঢেলা ইট্ অন্যেতে কলাই।
বলদ পৃষ্ঠেতে মোর আছে তো বোঝাই " ।।
উত্তর পাইয়া তবে কহে সেইজন।
" ঢেলাইট্ লয়েছহে কিসের কারণ " ?
মহাজন বলে, " ভাই করি নিবেদন।
বহিতে বলদ মোর পারে তিন মণ ।।
ভাঙ্গা-হাটে দেড় মণ পাইনু কলাই।
এক পাট পূর্ণ হলো অন্য পাটে নাই।
তখন ভাবিয়া আমি হইনু আকাট।
কেমনে বোঝাই দিব অন্য খালি পাট ।।
ভেবে মনে যুক্তি উঠে চিন্তা গেল দূরে।
সমান করিনু ছালা ঢেলাইট্ পূরে ।।"
বণিক বলিল যদি এতেক বচন।
উপদেশ দিয়া তবে কহে সেইজন ।।
" ঢেলাইট্ গুলা বাপু দূরে ফেলে দাও।
সমান ভাগেতে মাল দুইদিকে চাপাও ।।
তাহলে তোমার ক্ষতি কিছু না হইবে,
কত ভার হতে দেখ বলদ বাঁচিবে!
ভারের লঘুত্ব হেতু শীঘ্র যাবে আর।
বিলম্ব করোনা কথা শুনহ আমার ।।"

মহাজন বলে, " এতো নহে মন্দ কথা ।
শুনিব তোমার বাণী না হবে অন্যথা ।।"
এত বলি ঢেলাইট্ দূরে নিক্ষেপিয়া ।
বণিক চলিল বাটী সত্বর হইয়া ।।
কিছু দূর গিয়ে মনে হইল উদয় ।
যে দিল তাহারে বুদ্ধি সেই কেবা হয় ।।
এতেক বণিক যদি মনেতে ভাবিল ।
বলদ লইয়া তবে পুনঃ বাহুড়িল ।।
যেখানেতে বসিছিল সেই সুধীজন ।
বণিক আসিয়া তথা দিল দরশন ।।
বলে, " মহাশয় তব হয় কিবা নাম !
হেথায় থাকহ কোথা কোন দেশে ধাম !"
শুনিয়া বণিক বাণী কহে সেইজন,
" বর্দ্ধমানে বাস মম নাম ত্রিলোচন ।
অতিশয় দুঃখী আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ ।
ভিক্ষা করে করি আমি জীবনধারণ ।।"
শুনিয়া তাহার বাণী মহাজন কয় ।
" তব কথা শুনা তবে উপযুক্ত নয় ।।"
এত বলি ঢেলাইট্ কুড়াইয়া লয়ে ।
বর্ব্বর বণিক গেল দ্রুতগতি হয়ে ।
অতএব সবে ইহা কর দরশন ।
নির্ধনের বুদ্ধি নাহি লয় কোন জন ।।

ধনে কতদূর প্রাণী হয় বলবান,
তাহার বৃত্তান্ত এবে কর অবধান ।

চূড়াকর্ণ নামে এক ব্রাহ্মণের ঘরে ।
গর্ত্ত কাটি ক্ষুদ্র এক সুখে বাস করে ।।
উপাদেয় খাদ্য যত গৃহ মাঝে পায় ।
হ রিয়ে ইন্দুর সব গর্ত্তে লয়ে যায় ।।
বহুকাল সেই ঘরে থাকি সে ইন্দুর ।
দ্বিজের দ্রব্যাদি চুরি করিল প্রচুর ।।
সেই গরিমাতে কারে গ্রাহ্য নাহি করে ।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ বড় কুপিল অন্তরে ।।
কেমনে মারিবে সদা ভাবে মনে মন ।
দৈবযোগে এক দিন পায় দরশন ।।
ব্রাহ্মণ গৃহের মধ্যে আছেন বসিয়া ।
ইন্দুর নিকটে তাঁর উত্তরিল গিয়া ।।
সম্মুখে তাঁহার কিছু খাদ্য দ্রব্য ছিল ।
লইয়া মূষিক তাহা দ্রুত পলাইল ।।
দেখিয়া বিপ্রের তবে বাড়িল বিস্ময় ।
মূষিকেরে ধনবান বলে জ্ঞান হয় ।।
তখন তাহার গর্ত্ত করি অন্বেষণ ।
তুলিয়া নিলেন তার অপহৃত ধন ।।
তদবধি দিন দিন হলো সেই ক্ষীণ ।
ব্রাহ্মণের সনে দেখা হয় এক দিন ।।
অতিশয় শীর্ণ বিপ্র দেখিল তাহারে ।
দ্রুতগতি আর নাহি পলাইতে পারে ।।
তখন ত্বরিত পদে যাইয়া ব্রাহ্মণ ।
লগুড় আঘাতে তার বধিল জীবন ।।
এইরূপ জগতের কত শত লোক ।
শমন ভবনে যায় পেয়ে ধন-শোক ।।

পুরাতন গল্প এক শুন সাধুগণ,
ধন হলে প্রাণী হয় গর্ব্বিত কেমন।
পথিমধ্যে সিকি এক পড়িয়া আছিল।
কোন এক ভেক তাহা দেখিতে পাইল ।।
দ্রুতগতি গিয়া তাহা করি অধিকার।
হইল ভেকের মনে বড় অহঙ্কার ।।
পথ দিয়া যখন যে করয়ে গমন।
মণ্ডূক তাহারে লাথী মারয়ে তখন ।।
পদাঘাতে কষ্ট হয়ে সকলেতে বলে।
"কি কারণে ভেক লাথী মারে হে সকলে ।।
কি হেতু শালূর এত বলবান হয়।
ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব আছয়ে নিশ্চয়" ।।
এত বলি সকলেতে নিকটে যাইল।
সিকির উপরে ভেকে দেখিতে পাইল ।।
একজন গিয়া সিকি লয় কুড়াইয়া।
উভরড়ে ভেক তবে যায় পলাইয়া ।।

কতদূর বুদ্ধিমান হয় ধনবান।
মনোযোগে শুন সবে তার উপাখ্যান ।।
অযোধ্যানগরে ধনী নাম রসময়।
দুই লক্ষ টাকা ছিল তাহার বিষয় ।।
চোরেতে লইবে হরি সদা ভাবি মনে।
রেখেছিল ধন পুঁতি অতি সঙ্গোপনে ।।
প্রতিবেশী তার এক সন্ধান জানিয়া।
হরণ করিল তাহা সুযোগ পাইয়া ।।

গর্ত্ত খুঁড়ি এক দিন দেখে ধনীজন ।
চোরেতে সকল ধন করেছে হরণ ।।
ধন নাহি দেখি ধনী হইল ফাঁফর ।
গোপনে সন্ধান সেই করিল বিস্তর ।।
চেষ্টা পেয়ে চোরের সে নাপায় সন্ধান ।
অবশেষে করে ধনী এরূপ বিধান ।।
যার যার প্রতি তার সন্দেহ জন্মিল ।
একে একে সমাদরে বাটীতে আনিল ।।
বলে, " ভাই চারি লক্ষ টাকা মম আছে ।
প্রকাশ করোনা কারে বলি তোমা কাছে ।।
কাশীধামে যাব আমি করেছি মনন ।
ইচ্ছা আছে পুঁতে রেখে যাই সেই ধন ।।
দুই লক্ষ পুঁতিয়াছি কোন এক স্থানে ।
অন্য দুই লক্ষ কিহে রাখিব সেখানে ?
পরামর্শ ঠিক করে বল তুমি ভাই ।
পরম আত্মীয় তুমি কহিতেছি তাই ।।"
এতেক বলিল যদি সেই ধনীজন ।
মনে মনে চোরজন বিচারে তখন ।।
" হৃত হইয়াছে ধন ধনী যদি জানে ।
অন্য টাকা কভু নাহি রাখিবে সেখানে ।।
কিন্তু যদি সেই টাকা দেখে পুনর্ব্বার ।
নিশ্চয় সেখানে পুঁতি রাখিবে আবার ।।"
এতেক সেজন যদি মনেতে ভাবিল ।
ধনী প্রতি হৃষ্ট মনে কহিতে লাগিল ।।
" ভাল মতলব তুমি করিয়াছ ভাই ।
এক স্থানে রাখ ধন কিছু ভয় নাই ।।

এতবলি সে মোষক করিয়া গমন।
পুনঃ আসি রাখিলেক পুঁতিয়া সে ধন ॥
তার পরে ধনীজন সেখানে যাইল।
ক্ষুণ্ণ মনে নিজ ধন তুলিয়া লইল ॥

কৃপণের কত মায়া ধনের উপরে,
তাহার বৃত্তান্ত এবে কহি সবিস্তরে ;—
মূলাযোড়ে ছিল এক বিপ্র ধনবান।
কৃপণ না ছিল কেহ তাহার সমান ॥
ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমান ছিল সেইজন।
তাহার মরণ কালে শুনহ ঘটন।
দারা সুত আদি যত বসিয়াছে কাছে।
মরিতে বিলম্ব তার অতি অল্প আছে ॥
হেনকালে পুত্রগণ করে আন্দোলন,
" পিতৃশ্রাদ্ধে লক্ষ টাকা ব্যয় প্রয়োজন "।
শুয়ে থেকে শুনে রোগী হইল কুপিত,
বলে, " এত টাকা ব্যয় না হয় উচিত !
কত কষ্টে করিয়াছি সঞ্চয় এধন,
শ্রাদ্ধে এত টাকা দিতে পারি কি কখন !"
এত বলি সে কৃপণ ত্যজিলেক কায়া।
অন্য এক কৃপণের শুন ধন-মায়া ॥
যশোরেতে ছিল এক ধনী মহাজন।
চমকিত হবে শুনে তার বিবরণ ॥
রোগে সেইজন যবে হলো মৃতপ্রায়।
সুতগণ খাটে করে ঘাটে লয়ে যায় ॥

তীরে এসে মৃদুভাষে সেইজন বলে।
"বাটীতে রহিল কেবা এসেছ সকলে ?
আসিবার কালে দেখিয়াছি দ্বার খোলা।
তাড়াতাড়ি আসিয়াছ হয়ে সবে ভোলা।।
বাটীতে তোমরা কেহ করহ গমন।
নতুবা চোরেতে সব করিবে হরণ।।"

এইরূপ জগতের যত লোক আছে।
ধনের আদর সম সকলের কাছে।।
অর্থের লালসা করি দেখ কত জন।
অনায়াসে দূরদেশে করিছে গমন।
পিতা মাতা ভাই ভগ্নী ত্যজি বন্ধুগণে।
যাইছে সমরে দেখ ধনের কারণে!
কেহ বা যাইয়া দেখ দুর্গম প্রান্তরে।
ধন লাগি ভ্রমিতেছে নির্ভয় অন্তরে।।
কেহবা সমুদ্র-গর্ভে হইয়া মগন।
এক চিত্তে করিতেছে ধন অন্বেষণ।।
ধনী পাশে ধন-আশে করি উপাসনা।
করিতেছে কত লোক জীবনধারণা।।
ধন-লোভে কেহ জাল করিয়া প্রকাশ।
আজীবন দ্বীপান্তরে করিতেছে বাস।।
আর কত দেখা যায় ধনের কারণ।
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় গিয়া বিচার-ভবন।।
কুকাযেতে সর্ব্বক্ষণ সবে দেয় মতি।
কেবল করিবে বলে আপন সঙ্গতি।।

অর্থ-প্রয়োজন বটে হয়হে সংসারে।
উপার্জ্জন কেহ নাহি কর পাপাচারে।
বহু পুণ্যে পাইয়াছ মানব-জীবন।
লোভে পড়ি কর নাহে পাপেতে মগন ॥
ধন-লোভে দেখ যেন নাহি যায় প্রাণ।
সর্ব্বদা করিবে চেষ্টা যাতে থাকে মান॥
ধন-লোভে মরে ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
তাহার বৃত্তান্ত ওহে শুন সাধুগণ ;—
অতিশয় নিঃস্ব এক বিপ্রের নন্দন।
স্থানান্তরে যাইবারে করিল মনন॥
অরণ্যের মধ্য দিয়া যেই পথ ছিল।
শীঘ্র যাবে বলি দ্বিজ সে পথ ধরিল॥
ভানুর প্রচণ্ড-তাপে দহে কলেবর।
ব্রাহ্মণ হইল বড় তৃষায় কাতর॥
দেখিয়ে কিঞ্চিৎ দূরে দীর্ঘ জলাশয়।
পানাশয়ে গেল দ্বিজ প্রফুল্ল হৃদয়॥
সরোবরে জল নাই শুধু পঙ্ক সার।
তাহে মগ্ন দেখে ব্যাঘ্র হস্তে হেম-হার॥
বয়স আধিক্য হেতু শক্তি নাহি গায়।
প্রাণী শিকারের তার নাহিক উপায়॥
ব্রাহ্মণে দেখিয়ে ব্র্যাঘ্র হরষিত মন।
সাদরে ডাকিয়ে তারে করে নিবেদন॥
" পঙ্ক হতে যদি মোরে করহ উদ্ধার।
তোমারে করিহে দান এই স্বর্ণ-হার॥
যৌবন কালেতে কত করেছিনু পাপ।
তাইতে পেতেছি ভবে এত মনস্তাপ॥

প্রাণিহিংসা আর নাহি করি কদাচন ।
ফল মূল খেয়ে করি জীবনধারণ ।।
হেথায় আসিয়াছিনু ফল অন্বেষণে ।
পঙ্কেতে হয়েছি মগ্ন দৈব-বিড়ম্বনে ।।
মম প্রতি ওহে দ্বিজ হও কৃপাবান ।
স্বর্ণ-হার লহ, মোরে দিয়া প্রাণদান ।।”
ধন-লোভে বিপ্র তাহা স্বীকার পাইল ।
উদ্ধার করিতে তারে পঙ্কেতে নামিল ।।
শার্দ্দূল অমনি হস্ত করি প্রসারণ ।
নখাঘাতে ব্রাহ্মণের বধিল জীবন ।।

ধন যদি হল তবে লোকে তেজে মরে ।
পিতা মাতা গুরুজনে গ্রাহ্য নাহি করে ।।
গুরু পুরোহিত কভু প্রণাম না পায় ।
কুজনের সনে সদা সময় কাটায় ।।
শেষেতে বুঝিতে পারে আপনার দোষ ।
গত ভাবি মনে কত করে আপশোষ ।।
“বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ,” শাস্ত্রের লিখন ।
বাণিজ্য করিয়া কর ধন উপার্জ্জন ।।
তুলিয়া রাখিলে ধন নাহি কিছু ফল ।
দরিদ্রের দুঃখ কর মোচন কেবল ।।
ধনীজনে, ধনদানে, কিবা ফলোদয় ।
রোগীর ঔষধ পথ্য, নিরোগীর নয় ।।
তাই বলি নিঃস্বজনে করহ পালন ।
নিঃস্বের পালনে হবে সুকৃতি-সাধন ।।

উথলিবে মনে কত আনন্দের রস।
মহীতলে ঘোষিবেক তোমাদের যশ॥

নির্ধনের খেদোক্তি।

"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র দোষো গুণ রাশি নাশী॥"
—কবিবাক্যং।

ব্যবসায়, হলো সায়, কি উপায় হবে।
দিবানিশি, ভাবি বসি, কিসে মান রবে॥
দিন দিন, দশা হীন, তনু ক্ষীণ ভেবে।
এ সংসারে, অসুসারে, কেবা কাবে দেবে॥
অন্ন মোটা, বস্ত্র মোটা, তাও যোটা দায়।
অবশেষ, এত ক্লেশ, বুঝি প্রাণ যায়॥
শুধু হাঁড়ি, পাত বাঁধা, কত কাল কাটে।
ভাঁড় যোড়া, ভার হলো, জল খাই ঘাটে॥
ভাঁড়াভাঁড়ি, বাড়াবাড়ি, দেখে মহাজন।
ধার দিতে, নাহি চায়, বলে অভাজন॥
শুধিতে না পারি আর, যার করি ধার।
দীন-ভাবে, দিন যাবে, সেও দেখি ভার॥
ভিখারী ভবনে এলে, ভাবিয়া আকুল।
হাত যোড়া শুভাশুচ, বাড়ান্ত তণ্ডুল॥
বচনে বিদায় দিয়ে, পাই পরিতাপ।
ভিক্ষুক বঞ্চিত হলে, জন্মে কত পাপ॥

অশুচান্তে, গ্রহণান্তে, ফেলে সবে হাঁড়ি।
কড়ি কোথা পাবো বলে, হাঁড়ি নাহি ছাড়ি ।।
দৈবযোগে ভাঙ্গে যদি, তবে কিন্তে হয়।
কি করিব চারা নাই, সে যে, নৈলে নয় ।।
ঘর খুঁজে মেলে নাকো এক কড়া কড়ি।
অন্ন বিনে ক্ষুণ্ণ সদা ছুঁচটেতে পড়ি ।।
সোণাদানা দশখানা নাহি কিছু ঘরে।
পরিবার আপনার গালা পরে মরে ।।
নেই ঘরে খাই খাই সদা জ্বালাতন।
রাগ হলে কলে ছলে করি সম্বরণ ।।
বনিতারে কটু-কথা বলিতে ডরাই।
ভাত্ দিতে ভর্ত্তা নাই কিলেতে গোঁসাই ।।
ললনা নিকটে কভু না করি বড়াই।
প্যাছে এলে পাগ-মত সে বড় বালাই ।।
ভার্য্যা হাতে ভাঙ্গে যদি এওতের খাড়ু।
ঢেকে রাখে হাত যেন ভিয়নের তাড়ু ।।
লোকে প্যাছে দেখে হাত তাই রাখে ঢেকে।
সধবা বিধবা হলো পতি বেঁচে থেকে ।।
দারা সুত, দেখে কত, মনে সাধ ওটে।
ফুক্ আছে, বাটি কাছে, দুধ নাহি যোটে ।।
খাবার জন্যেতে শিশু করে আবদার।
কথায় ভুলায়ে তারে রাখা হয় ভার ।।
যা ধরে তা ছাড়েনাকো "দাও দাও" বলে।
অবশেষে কেঁদে শিশু পড়ে ভুমিতলে ।।
রমণী অমনি এসে কোলে লয় তুলে।
"ওরে বাছা কোথা পাবে ঘরে নাই মূলে ।।

একে মরি জ্বলে পুড়ে কেঁদ নাকো আর।
ঐ আসিছে ছেলে-ধরা ঘুমো একবার॥
কোথা কাণ্-কাটা-জুজু আয় ঝপ্ করে।
আমার কাঁদুনে-ছেলে নিয়ে যারে ধরে॥
অবোধ বালক নিয়ে হলো বড় দায়।
ঘুম্পাড়ানী মাসী পিসী আয় চোকে আয়॥"
খেতে চেলে, নাহি পেলে, হবে কেন ঘুম।
যে করেছে কোলে তারে সে যে করে ধুম॥
"আমা হতে হলোনাকো ছেলে শান্ত করা।
সত্য কি পড়েছি আমি চোর-দায়ে ধরা!
যা বাছা ওদের কাছে যা চাবি তা পাবি।
তাই শুনে, মনে মনে; কত শত ভাবি॥
এ সময়ে আমি যদি কোন কথা বলি।
স্ত্রীপুরুষে দ্বন্দ্ব হবে, লোক চলাচলি॥
রয়েছি সংসারে ডুবে কিন্তু নাহি টাকা।
চক্ষু গিয়ে, দেহ নিয়ে, সে যেমন থাকা॥

নিমন্ত্রণে, হৃষ্ট মনে, যায় রামাগণ।
নানা রঙ্গে পরে তারা বসন ভূষণ॥
তা সবার সঙ্গে যদি মম জায়া যায়।
ছিন্ন-বাসে, রুক্ষ-কেশে, মর্ম্মে ব্যথা পায়॥
কোন নারী দেখে বলে, "ক্যাল্লা হেন দশা।
সেকি ভালবাসে নাকো বুঝি বড় কশা?
যাহোক্ তাহোক্ ব্যাভে এমন্তো দেখিনে।
তোলা-শাড়ী একখানি দিতে নারে কিনে॥"

" মিন্সে বড় অগোচাল," কোন বালা কয়,
"টাট্‌কি মুট্‌কি তালাকোরে গা সাজাতে হয়।"
আর ধনী বলে, " দিদি মিন্সে উড়ুঞ্চুড়ে।
দেখা পেলে, ইচ্ছা করে, বলি খুব তুড়ে।।"
গলা দেখে, গলা ছেড়ে, কোন ধনী কয়,
" আহা মরি শুধু গলা একি প্রাণে সয়!
আর রামা কাছে এসে হেসে হেসে বলে,
" বিয়েতে বদলে মালা দিয়েছিল গলে।
দেখে মুখ, ফাটে বুক, নথ নাই নাকে।
ভাল মেয়ে বলে ওযে ঘোম্‌টা দিয়ে ঢাকে।।
নীচে উপরেতে যত বিঁদ কাণে আছে।
সকলেতে খড়্‌কে দেয়া বুজে যায় পাছে।।
আহা মরি কান্না পায় দেখে দুটি কাণ।
ওযে তবু চুলে ঢেকে রাখে তার মান।।"
কেহ বলে " দেহ জ্বলে আহা মরে যাই।
তুল্‌-ডাঁটি, হস্ত দুটী, তাতে কিছু নাই।।
শাঁখা যদি দিতো তবু হাত হতো ঢাকা।
কি অভাগ্যি ছিছি বোন্‌ সেকি বেশী টাকা!"
কোন রামা বলে, "ওমা পায়ে মল নাই।
খেদ করে আল্‌তা বুঝি পরেনিক তাই।।
শুধু পায়ে আল্‌তা পরা সাজে নাকো ভালো।
চুট্‌কি মলে পার শোভা আল্‌তা করে আলো।।"

এইরূপে রামাগণে নানা কথা কয়।
শুনে দুঃখে, অধোমুখে, সে রমণী রয়।।

ঘরে এসে ভার্য্যা বলে, " কি কপাল পোড়া।
ইচ্ছে করে ভেঙ্গে ফেলি দিয়ে শিল লোড়া।
অলঙ্কার হয় কভু তবে যাব খেতে।"
নৈলে বড় ঘৃণা করে পোড়া নারী জেতে॥"
এই মত, জায়া যত, খেদ করে বলে।
শুনে দুঃখ, ফাটে বুক, ভাসি চক্ষুজলে॥
স্ত্রীভাগ্যেতে ধন হয় যদি বলি তারে।
লূণ্-ছিটে কাটা-ঘায়ে কে সহিতে পারে?
আর যত, মনোগত, দুঃখ কত কব।
মায়া-পাশ-ফাঁস কেটে উদাসীন হব॥
বিনা টাকা, ফাঁকা সব, থাকা ভাল বনে।
ভজে ইস্ট, যাবে কষ্ট, রব হৃষ্ট মনে॥
কোথা প্রভো দয়াময় কাঙ্গালের ধন!
কৃপা করি, ওহে হরি, দেহ দরশন।
ভবে এসে, মায়া-বসে, তোমা ধনে ভুলে।
বাণিজ্যে না হলো লাভ হারালাম মূলে॥
কোন কর্ম্ম করি নাই এসে কর্ম্মভূমি।
নিজ গুণে যদি প্রভো দয়া কর তুমি॥
অসার সংসারে সার তুমি ভগবান।
কাতরে করুণা কর করুণানিধান॥
হয়েছি শরণাগত পাব পরিত্রাণ।
অন্তকালে কৃষ্ণ বলে ত্যজি যেন প্রাণ॥

লাম্পট্য ।

শুনরে লম্পট ! তোরে করিরে বারণ ।
পরনারী ভুলেও করোনা অন্বেষণ ॥
ভাবিতে জননী সম সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
হরিলে পরের নারী মহাপাপ হয় ॥
আপনার নারীরে করিয়া অনাদর ।
অন্যেরে যে তোষে সেই জানিবে পামর ॥
সতীর সতীত্ব-নাশ করিবার তরে ।
খুঁজিয়া বেড়াও তুমি নির্ভয়অন্তরে ॥
কুল, মান, লাজ, ভয়, নারীর যা ধন ।
কলে বলে ছলে তুমি করহ হরণ ॥
কলঙ্ক-নিশান তার তুলি অবশেষ ।
কভু নাহি তব মনে হয় দুঃখলেশ ॥
তখন তাহারে ছাড়ি কর পলায়ন ।
অন্য একজনে পুনঃ কর অন্বেষণ ॥
লাঞ্ছনা গঞ্জনা তব অঙ্গের ভূষণ !
কলঙ্কের শঙ্কা তব না হয় কখন !!
গুরুজন-উপদেশে হয় তব রোষ ।
কভু নাহি একবার দেখ নিজ দোষ ॥
মারি খেলে কখন নাভাব অপমান ।
হৃদয়ে তোমার কভু নাহি হয় জ্ঞান ॥
শার্দ্দূল ভল্লুকে দেখি শঙ্কা নাহি হয় ।
কেবল তোমার মনে বিচ্ছেদের ভয় ॥
নিষাদ যেমন পক্ষী ধরে ফাঁদ পাতি ।
তুমিহে তেমঁতি ধর অবলার জাতি ॥

বাক্যের কৌশল কত করিয়া প্রকাশ।
শত শত স্ত্রীলোকের কর সর্ব্বনাশ ।।
নিশীথে যখন সবে ঘুমে অচেতন।
কুকার্য করিতে তুমি করহ গমন ।।
রাত্রি যদি হয় কভু অতি অন্ধকার,
সে রাত্রেতে বৃষ্টি যদি পড়ে অনিবার ;
বৃক্ষ যদি সম্মুখেতে ভাঙ্গে কভু ঝড়ে,
বজ্র খসি যদি কভু মাথে তব পড়ে ;
তথাপি মনেতে তুমি নাহি বাস ভয়,
বরঞ্চ তাহাতে তব মনোল্লাস হয় !
মনে ভাব গোপনেতে করিবে কুকার্য।
কেহ না জানিবে কভু নাহি পাবে লাজ ।।
কুকর্ম্ম কখন কার চাপা নাহি থাকে।
কাণাকাণি জানাজানি আঁচাআঁচি তাকে ।।
প্রকাশ পাইবে পরে লোক পরম্পরা।
কত কষ্ট হবে বলো যদি পড় ধরা ।।
সাধু হতে চাও তুমি বিধি বাদী তায়।
কলঙ্ক ধর্ম্মের ঢাক বিধাতা বাজায় ।।
কুকর্ম্ম করেছ বলে গালাগালি খাবে।
সকলে অস্নেহ করে দেখিবারে পাবে ।।
জননী শুনিয়া তব পাবে কত দুঃখ।
পিতার তোমার, ওহে হবে হেঁটমুখ ।।
অবিশ্বাসী তোমারে সকলে তবে কবে।
সুযশঃ পাইলে লোপ আর নাহি হবে ।।
পরনারী তুমি যবে যাও হরিবারে।
অন্যে আসি তব নারী হরিতে ত পারে ।।

তাই বলি নিজ নারী করহ রক্ষণ।
ইহ পরকালে হবে ধর্ম্মের স্থাপন ॥
তুষিবারে পরনারী যবে তুমি যাও।
আপন নারীর প্রাণে কত ব্যথা দাও ॥
স্ত্রীলোকের স্বামী হয় সুখ মোক্ষদাতা।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম স্বামী নারীর বিধাতা ॥
স্বামী কর্ত্তা, স্বামী ভর্ত্তা, স্বামী মাত্র ধন।
জাননা কি এ সকল শাস্ত্রের বচন ?
কত কষ্ট পাবে সেই তোমার বিহনে।
ভুলেও উদয় নাহি হয় তব মনে!
অবলা কুলের বালা পেলে মনস্তাপ।
জাননা লম্পট ওরে! জন্মে কত পাপ ॥
যখন পাইবে শাস্তি শমন সদনে।
তখন জানিবে দুঃখ পাপ আচরণে!

প্রশ্নোত্তর।

"ভুস্থো যোজন লক্ষেঽর্কং পশ্যেল্লক্ষদ্বয়াদ্বিধু"।"
—মুগ্ধবোধব্যাকরণং।

প্রশ্ন।

কমলিনী সঙ্কুচিতা দেখে নিশাকর,
কি কারণে, বল শুনি, ওহে গুণাকর?

উত্তর।

উচ্চ স্থানে থাকে শশী দ্বিলক্ষ যোজন,
জ্যেষ্ঠ বলে, সূর্য্য তারে, করে সম্বোধন;
পঙ্কজিনী মনে জানি স্বামী হতে বড়,
চাঁদে দেখি, মুদে আঁখি, লাজে জড়সড়!

অথবা,

নিশাকালে সরোজিনী অনাথিনী থাকে,
গায়ে কর দিয়ে শশী, নষ্ট করে তাকে ;
রবিতাপে প্রফুল্লিতা,—হিমে ভয় বড়,
চাঁদে দেখি, মুদে আঁখি, তাই জড়সড় !

অথবা,

জলেতে জনমে, দেখ, শশী, কমলিনী।
জ্যেষ্ঠ সহোদর শশী ; ভগ্নী,-জলজিনী ।।
যুবতী ভগিনী হেরে সহোদর বড়,
লাজেতে মুদিয়া আঁখি তাই জড়সড় !

খল।

‘ সর্পঃ ক্রূরঃ খলঃ ক্রূরঃ সর্পাৎ ক্রূরতরঃ খলঃ।
মন্ত্রৌষধি বশঃ সর্পঃ খলঃ কেন নিবার্য্যতে ।।’

—চাণক্যশ্লোকং।

খলের সমান শত্রু কে আছে ভুবনে ?
সকল জগত তুষ্ট তাহার মরণে।
পৃথিবীতে যত কিছু অশুভ ঘটয়।
খলজন মূল তার জানিও নিশ্চয় ।।
সাধুজন যদি কভু খল সনে থাকে।
অমনি সেজন যেন পড়েছে বিপাকে ।।
খলের সেবায় কভু নাহি হয় ফল।
বরঞ্চ তাহাতে বহু ঘটে অমঙ্গল ।।
দুগ্ধ দিয়া সর্প-শিশু করিলে পালন।
বর্দ্ধিষ্ট হইবামাত্র করিবে দংশন ।।

খলের করহ যদি শত উপকার।
কৃতজ্ঞ হবেনা কভু নিকটে তোমার ॥
খল সম নরাধম কেবা আর আছে।
জগতে অপ্রিয় তারা সকলের কাছে ॥
পবন আহারে সর্প সন্তোষেতে থাকে।
কার প্রিয় নহে দেখ খলতার পাকে ॥
খল যদি কভু কার করে হিত-আশ।
অমনি করেছে যেন তার সর্ব্বনাশ ॥
খলের মুখেতে মধু অন্তরে গরল।
খলের সংশ্রবে ঘটে অনিষ্ট কেবল ॥
যে সংসারে সুখে সবে থাকে পরিজন।
সে সংসারে যদি কভু ঢুকে খলজন ॥
আর নাহি থাকে তথা সুখ সুবিমল।
অচিরেই খলস্পর্শে যায় রসাতল ॥
খলের মনেতে কত ভাবের উদয়।
আপনি বিধাতা নারে করিতে নির্ণয় ॥
অতিশয় খল ছিল রাজা দুর্য্যোধন।
ভ্রাতৃগণ সহ পাপী হইল নিধন ॥
খল জনে কেহ নাহি করে সমাদর।
আপনি ঈশ্বর রুষ্ট তাদের উপর ॥

পূর্ব্বদেশে ছিল এক বিপ্রের নন্দন।
জন্মাবধি চক্ষুহীন ছিল সেইজন ॥
মুক্তি আশে ভক্তি দ্বিজ করিয়া ঈশ্বরে।
নদীতীরে দুইবেলা আরাধনা করে ॥

হেনকালে শুন সবে দৈবের ঘটন।
শিব সনে শিবা স্বর্গে করেন গমন ॥
পড়িল তাঁদের দৃষ্টি ব্রাহ্মণ উপরে।
দুঃখিতা হলেন দুর্গা বড়ই অন্তরে ॥
ভগবান প্রতি কিছু করি পরিহাস।
আপন মনের ভাব করেন প্রকাশ ॥
"কি গুণে তোমারে লোকে কহে দয়াময় ?
ভক্ত প্রতি এত তুমি কেনহে নির্দ্দয় !
কি কারণে অন্ধ এই ব্রাহ্মণ-কুমার।
প্রকাশ করিয়া বল নিকটে আমার ॥"
দুর্গা যদি বলিলেন এতেক বচন।
তাঁহারে সম্ভাষি তবে মহাদেব কন ॥
"বৃথা কেন ভগবতী নিন্দহ আমারে।
ব্রাহ্মণে করেছি অন্ধ অতি সুবিচারে ॥
অতিশয় খল এই ব্রাহ্মণ-নন্দন।
দুরাচার দুর্ম্মতি বড়ই অভাজন ॥
থাকিলে ইহার চক্ষু রক্ষা কার নাই।
মনে ভেবে চক্ষু আমি দিই নাই তাই ॥"
ভগবতী শুনি তাহা কহেন বচন।
"আমার মাথার দিব্য শুন নারায়ন ॥
অনুগ্রহ করি এরে দেহ চক্ষুদান।
সুখেতে করুক পূজা ব্রাহ্মণ-সন্তান ॥
শিবা-দিব্য শিব কভু এড়াইতে নারে।
তখনি অমনি চক্ষু দিলেন তাহারে ॥
চক্ষুদান পেয়ে দ্বিজ পুলকিত মন !
তার পরে কি করিল শুন বিবরণ ॥

ব্রাহ্মণ ধ্যানেতে মগ্ন ছিলেন যখন।
গাত্রে কাদা দিতে ছিল ক্ষুদ্র শিশুগণ ।।
চক্ষুর অভাবে বিপ্র বড়ই দুঃখিত।
দিতে নাহি পারে কারে শাস্তি সমুচিত ।।
চক্ষু পেয়ে, দ্রুত গিয়ে, শিশু এক ধরে।
আছাড়ে মারিল দ্বিজ শিলার উপরে ।।
ভগবতী তখনি করিয়া দরশন।
বলে, "অন্ধ শীঘ্র এরে কর নারায়ণ ।।
পুনর্ব্বার শিশুরে করহ প্রাণদান।
তব বাণী সম্মুখেতে হইল প্রমাণ ।।"
শিবাজ্ঞাতে পুনঃ অন্ধ হইল ব্রাহ্মণ।
বালকেরে প্রাণদান করেন তখন ।।

চাণপুরে ছিল এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
তাহার বৃত্তান্ত সবে করহ শ্রবণ ।।
পরশ্রী-কাতর সেই ছিল অতিশয়।
পরের অনিষ্টে সদা আনন্দ উদয় ।।
স্ত্রীপুরুষে ভিক্ষা করি দেশ দেশান্তরে।
অতি কষ্টে দুইজনে দিনপাত করে ।।
এক দিন, শুন সবে, দৈব-বিড়ম্বনে।
ভিক্ষা নাহি কোন খানে পাইল দুজনে ।।
জ্বালাতন হলো বড় জঠর জ্বালায়।
কি করিবে কোথা যাবে নাহিক উপায় ।।
বেলা অবসানে শেষঃ আসি ধীরে ধীরে।
উপনীত হলো গিয়ে আপন কুটীরে ।।

মনোদুঃখে, কার মুখে, বাক্য নাহি স্ফুরে।
কুটীরে বিশ্রাম করি শ্রান্তি গেল দূরে ॥
মৃদুস্বরে খেদ করি ব্রাহ্মণী তখন।
দ্বিজ প্রতি সবিনয়ে কহিছে বচন ॥
"কেমনে কাটিবে নাথ! আমাদের দিন।
ভেবে ভেবে আমার হইল তনুক্ষীণ ॥
জন্ম জন্মান্তরে কত করিয়াছি পাপ।
বিধিমতে পাইতেছি তাই মনস্তাপ ॥
দুঃখের চরম ভিক্ষা তাও নাহি পাই।
কোথাও না দেখি মম জুড়াবার ঠাঁই ॥
কহিতে দুঃখের কথা নারি তব কাছে।
না জানি কপালে আর কত দুঃখ আছে ॥
যে ব্যথা এখন আমি পেতেছি অন্তরে।
মুখ দেখাইতে ভবে ইচ্ছা নাহি করে ॥
বিদীর্ণা হইল ধরা প্রবেশি এখন।
সংসারে থাকিতে আর নাহি যায় মন ॥
কি দিয়ে গঠেছে বিধি কপাল আমার।
ইচ্ছা করে ভেঙ্গে ফেলে দেখি একবার ॥
এমন বাঁচন চেয়ে মরণ তো ভাল।
মরণে যন্ত্রণা নাই, মোলেই ফুরাল ॥
অপমৃত্যু ভয় যদি প্রাণে না থাকিত।
এ ছার জীবন তবে কে আর রাখিত?
রমণীর ভাগ্যে ধন কথা চিরকাল ॥
আমার অদৃষ্টদোষে তব এ কপাল ॥"
খেদের বিন্যাস তবে শুনিয়া ব্রাহ্মণ।
জায়া প্রতি সম্বোধিয়া কহেন বচন ॥

"তব খেদ শুনি প্রিয়ে যে দুঃখ হইল।
পাষাণ-হৃদয় বলি এখন রহিল ॥
যদ্যপি হৃদয় কভু দেখাবার হত।
বিদারিয়ে দেখাতাম্ দুঃখ হল কত ॥
আমি পাপী, শোকী, তাপী, নাহি পুণ্যবল।
রোপিলে অমৃত-লতা ফলে বিষফল ॥
যাহোক্ তাহোক্ ওলো এই হল শেষে।
আর না থাকিব প্রিয়ে এই পোড়া দেশে ॥
অর্থ বিনা এ সংসার বড়ই অসার।
অর্থ হেতু কষ্ট যত ঘটে অনিবার ॥
কাল প্রাতে উঠি যাব ধন অন্বেষণে।
ভয় না রাখিব আর মরণ বাঁচনে ॥
কমলার কৃপাতে যদ্যপি পাই ধন।
পুনর্ব্বার এদেশে করিব আগমন ॥
নতুবা আমার এই হইল বিচারে।
কালি হতে জেন তুমি বিধবা তোমারে ॥"
পরদিন প্রাতে উঠি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
চাণপুর ত্যাগ করি করিল গমন ॥
ধন আশে যায় দ্বিজ বড়ই দুঃখিত।
দেশ প্রান্তে বনে এক হল উপনীত ॥
লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গে করেন গমন।
পড়িল দ্বিজের প্রতি তাঁদের নয়ন ॥
সহজে নারীর প্রাণ পরদুঃখে কাঁদে।
নারায়ণ সনে কথা কন নানা ছাঁদে ॥
"কি কারণে দুঃখী এত ব্রাহ্মণ-নন্দন।
বিস্তারিয়া বল মোরে শুনি বিবরণ ॥

দয়ার আধার হয়ে দয়া নাই কেন ?
কি হেতু সাধিছ বাদ বিপ্র সনে হেন !”
শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী কন নারায়ণ।
“কি হেতু আমারে লক্ষ্মী বল কুবচন ॥
দ্বিজ সুত ভুগিতেছে পাপ আপনার।
মিছা নিন্দা কেন তুমি করহ আমার ॥”
নারায়ণ কন যদি এতেক বচন।
পুনঃ লক্ষ্মী তাঁহারে করেন সম্ভাষণ ॥
“রাখহ আমার বাণী শুন প্রাণেশ্বর।
কৃপা কিছু কর তুমি ব্রাহ্মণ উপর ॥
ধন নাহি পেলে দ্বিজ ত্যজিবেক প্রাণ।
ব্রাহ্মণেরে তুষ্ট হয়ে কর ধনদান ॥”
কমলার কথা শুনি তবে নারায়ণ।
ঋষিবেশে বন মধ্যে দেন দরশন ॥
ঋষি দেখি দ্বিজমনে ভক্তি উপজিল।
গলায় কাপড় দিয়া চরণ ধরিল ॥
অবশেষে মনোভাব করিল জ্ঞাপন।
দুঃখ শুনি ঋষি পাশা করেন অর্পণ ॥
কিবা সে পাশার গুণ শুন সকলেতে।
অতুল ঐশ্বর্য্য হবে পাশা ক্ষেপণেতে ॥
কিন্তু সে পাশার আছে আর এক গুণ।
বিপ্রের জ্ঞাতির হবে সকলি দ্বিগুণ ॥
এ বড় বিষম কথা লাগিল দ্বিজেরে।
কি করিবে চারা নাই পাশা লয়ে ফেরে ॥
গৃহে আসি ব্রাহ্মণীরে সকল কহিল।
ব্রাহ্মণীর শুনিয়া আনন্দ উপজিল ॥

দ্বিজ বলে, " মর কেন করিস্ আহ্লাদ।
জানিস্ না ইথে কত ঘটিবে প্রমাদ ॥
সত্য বটে-আমাদের পূরিবেক আশ।
জ্ঞাতির বাড়িবে ধন একি সর্ব্বনাশ ॥"
এতেক বলিয়া দ্বিজ দুঃখিত অন্তরে।
ভিক্ষা লাগি পুনরপি গেল দেশান্তরে ॥
এ দিকেতে দ্বিজজায়া পায় অবসর।
পাশা লয়ে বসে ধনী স্মরিয়া ঈশ্বর ॥
পরমেশ প্রতি যাহা করে নিবেদন।
নিম্নে সঙ্ক্ষেপেতে তাহা করিনু বর্ণন ॥
"রাজার বাটীর মত হোক্ মোর বাটী।
নানাবিধ দ্রব্যেতে, সজ্জিত পরিপাটী ॥
অস্টাদশ হাজাব টাকার অলঙ্কার।
তোমার প্রসাদে এবে হউক আমার ॥
বাটীর সম্মুখে হোক্ দীর্ঘ সরোবর।
হউক সহস্র দাসী আর যে নফর ॥"
ব্রাহ্মণীর কথা শেষ হইল যখন।
বিভুর আজ্ঞায় সব হইল তখন ॥
ওদিকে ব্রাহ্মণ কোথা ভিক্ষা নাহি পায়।
মনোদুঃখে বাটী পানে চরণ চালায় ॥
দেশে এসে নিজ বাটী না পায় খুঁজিয়া।
ব্রাহ্মণ হইল সারা ঢুঁড়িয়া ঢুঁড়িয়া ॥
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ চলিতে না পারে।
যাহারে নিকটে পায় জিজ্ঞাসে তাহারে ॥
তাহার কথায় কেহ নাহি দেয় কাণ।
হেনকালে দ্বিজজায়া দেখিবারে পান ॥

তখন চঞ্চল পদে করিয়া গমন।
এসো এসো বলি দ্বিজে করে সম্ভাষণ ।।
সঙ্গেতে আছিল তার কত দাস দাসী।
নতশির করে সবে বিপ্র পাশে আসি ।।
সসম্ভ্রমে দ্বিজজায়া বাটী লয়ে তারে।
বহুমূল্য বস্ত্র আনি দিল পরিবারে ।।
আহারীয় দ্রব্য যত আনি তার পর।
স্বামীরে খাইতে দিল প্রফুল্ল অন্তর ।।
ক্ষুধায় কাতর অতি ছিল সে ব্রাহ্মণ।
মনোসুখে পেট-ভোরে করিল ভোজন ।।
ভোজনান্তে ব্রাহ্মণীরে তর্জ্জি করি কয়।
" কি হেতু করিলা তুমি এই সমুদয় !
বেড়েছে জাতিয় সুখ তোমার কারণ।
তব মুখ কভু নাহি করিব দর্শন ।।
আপনার পথ তুমি দেখহ আপনি।
তোমারে গ্রহণ নাহি করিব ব্রাহ্মণী ।।
দিবাকর হয় যদি পশ্চিমে উদয়।'
তথাপি আমার বাক্য অন্যথা না হয়।
আজি হতে পৃথক্ হলাম তব সনে ।।"
এত বলি হলো দ্বিজ উদ্যত গমনে।
তখন ব্রাহ্মণী কয় ব্রাহ্মণের প্রতি ।।
তব সম কোথাও না দেখি পাপমতি ।।
কোন বুদ্ধি নাহি ঘটে, যেমন পাগল।
মিছামিছি বল কেন দুর্বাক্য সকল ।।
যার লাগি চুরি করি সেই বলে চোর।
পাইয়া দুর্ব্বলা বুঝি হইয়াছে জোর ?

বাড়ুক জ্ঞাতির ধন কিবা তাহে ক্ষতি।
তোমার ঘুচেছে দুঃখ হয়েছে সঙ্গতি।।
বিপ্রজায়া এইরূপ যত কথা বলে।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ কোপে অগ্নি হেন জ্বলে।।
তখন রমণী প্রতি কহিতেছে দ্বিজ।
বাড়ী থেকে বেরো যদি ভাল চাস্ নিজ।।
শীঘ্র এনে পাশা মোরে করহ অর্পণ।
নতুবা এখনি তোর বধিব জীবন।।
দ্বিজের ব্যভারে রুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণী।
"এই নাও পাশা," বলে দিলেক তখনি।।
পাশা হস্তে লয়ে দ্বিজ ভাবে মনে মনে।
জ্ঞাতির সর্ব্বস্ব নাশ করিব কেমনে।।
বহুক্ষণ ভাবি তার চিন্তা গেল দূর।
অদ্ভুত উপায় স্থির করিলেক ক্রূর।।
ঈশ্বরে স্মরিয়া পাশা করিয়া ক্ষেপণ।
বলে, "বাঞ্ছা পূর্ণ মম কর নারায়ণ।।
বাটীর পশ্চাতে এক দেহ সরোবর।
এক চক্ষুহীন মোরে কর তার পর।।
আর এক আছে প্রভো মম নিবেদন।
এক পদহীন মোরে করো নারায়ণ।।
ঈশ্বর আজ্ঞাতে সব হইল ঘটন।
চক্ষুপদহীন হলো বিপ্রজ্ঞাতিগণ।।
চারিদিকে সরোবর অতি ভয়ঙ্কর।
শুনিয়া তাহারা সবে হইল ফাঁফর।।
এ দিকে কমলা তাহা করি দরশন।
অনুরোধ করি তবে নারায়ণে কন।।

চক্ষুপদ দান প্রভো দেহ অন্ধগণে।
সরোবর বুজে যাক্ তোমার বচনে ॥
আগেতে যেমন ছিল পামর ব্রাহ্মণ।
তদ্রূপ তাহারে পুনঃ কর নারায়ণ ॥
লক্ষ্মীর কথার তবে ঘটিলেক ফল।
স্বাভাবিক পুনর্ব্বার হইল সকল ॥

চম্পাক-নগরে এক নাপিত নন্দন।
সর্ব্বদা করিত পর অনিষ্ট সাধন ॥
ঘরে ঘরে সে নগরে সবে ছিল সুখে।
দেখিয়ে নাপিত সদা মরে মনোদুঃখে ॥
পরস্পর প্রেমালাপে সুখে হরে কাল।
নাপিতের পক্ষে হলো বিষম জঞ্জাল ॥
কেহ কার শত্রু নাই দেখে সেইজন।
শত্রুতা ঘটাবে কিসে ভাবে মনে মন ॥
বিবাদ বাধায়ে দিতে নারদের মত।
নষ্ট বেটা দিবারাত্র চেষ্টা পায় কত !
কোন মতে কৃতকার্য্য হইতে না পারে ॥
অপমান হইতে লাগিল বারে বারে।
যখন যাহার বাড়ী করে সে গমন ॥
“ দূরহ ” বলিয়া তারে করয়ে তাড়ন ॥
এরূপে পাইয়া দুঃখ অশেষ বিশেষ।
বিজন বিপিনে গিয়া করিল প্রবেশ ॥
কোন এক তরুতলে যাইয়া তখন।
কোঁচার কাপড় পাতি করিল শয়ন ॥

হেনকালে ব্যাধ এক মৃগ অন্বেষণে।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আসে নাপিত সদনে ॥
বলে, "ভাই শুয়ে হেথা আছে কি কারণ ?
মরণে নাহিক ভয় এ দেখি কেমন !
শার্দ্দূল ভল্লুক সদা চরে এই বনে।
এখনি দেখিতে পেয়ে বধিবে জীবনে ॥
বনে এসে শুইয়াছ বড় বাড়াবাড়ি।
প্রাণে যদি ভয় থাকে শীঘ্র যাও বাড়ী !"
নিষাদের বাক্য শুনি নাপিত তখন।
বলে, "ভাই হেন কথা বলো না কখন ॥
খাউক বাঘেতে মোরে, অভিপ্রায় তাই !
বেঁচে ফিরে যাব বলে বনে আসি নাই !!
শুনিয়া তাহার কথা কহিছে সেজন।
কি লাগি করেছ পণ কঠিন এমন ?
যেইজন অকালেতে ডেকে আনে কাল।
নিরয়ে বসতি সেই করে চিরকাল ॥
শাস্ত্রের এ কথা তুমি জাননা কি ভাই ?
কিহেতু প্রাণের প্রতি তব মায়া নাই !"
এতেক বচন যদি নিষাদ কহিল।
নাপিত তাহার প্রতি কহিতে লাগিল ॥
"জিজ্ঞাসা করিলে যদি শুন তবে ভাই।
জীবনেতে বিন্দুমাত্র সুখ শম নাই ॥
বেঁচে থেকে দেখিলাম হাসে শত্রুমুখ।
তাইতে মরণে আর নাহি ভাবি দুঃখ ॥
শার্দ্দূলের হাতে যদি হয়হে মরণ।
তাহলে অনেক ইষ্ট হইবে সাধন !

নরমাংস স্বাদ পেয়ে আমারে খাইয়া।
একে একে খাবে সবে নগরে ঢুকিয়া ॥
শত্রুকুল নির্ম্মূল তাহলে হবে ভাই।
নতুবা উপায় অন্য আর কিছু নাই ॥
নাপিতের আচরণ করি দরশন।
চমকিত হয়ে ব্যাধ করিল গমন ॥
অবিলম্বে সেইস্থানে শার্দ্দূল আসিল।
নাপিতের ঘাড় ভাঙ্গি ভক্ষণ করিল ॥
শঠ সম শত্রুভাব কেবা বল ধরে ?
পরের অনিষ্ট হেতু নিজে প্রাণে মরে !
পাকে চক্রে জগতের মন্দ করা চাই !
খল ভাবে তার মত ভাল কায নাই ॥
সাধ্যমত চেষ্টা করে অনিষ্ট সাধনে।
প্রাণ যদি যায় তাহে দুঃখ নাহি মনে !
একবিন্দু শরীরেতে দয়া নাহি রয়।
পাষাণে গঠেছে বিধি খলের হৃদয় ॥
হেন খলে হৃদে ধরি ধরা অভাগিনী।
না জানি কতই কষ্ট পাইছেন তিনি ॥

একদা বৈশাখ মাসে বেলা অবসানে।
যেতে ছিল ছয়জন যুবা জলযানে ॥
বৈকালিন সমীরণ করিতে সেবন।
নদীতীরে গিয়াছিল বৃদ্ধ একজন ॥
হেনকালে কালমেঘে ঘেরিল আকাশ।
যুবাগণ দেখি বড় পাইল তরাস ॥

অবিলম্বে ঝড় আসি দিল দরশন।
প্রাণ ভয়ে ব্যাকুলিত হলো যুবাগণ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কেহ এড়াইতে নারে।
হউক নিপুণ মাঝী কি করিতে পারে॥
প্রকাশ করিল ঝড় প্রচণ্ড প্রতাপ।
দিশাহারা, হলো তারা, দেখি বীরদাপ॥
ঝড়ের সহিত নৌকা যুঝি বহুক্ষণ।
অবশেষে হইলেক জলেতে মগন॥
যুবাগণ সন্তরণ-পটু নাহি ছিল।
নৌকার সহিত তারা জলেতে ডুবিল॥
মাঝীরা শৈশবাবধি জানে সন্তরণ।
নিজ প্রাণ বাঁচাইতে সবে করে পণ॥
কৃতকার্য্য হলো তারা বিভুর কৃপায়।
বহু কষ্টে অবশেষে আসে কিনারায়॥
নদীতীরে বসিছিল সেই বৃদ্ধজন।
মাঝীরা ডাকিয়া তারে করে সম্ভাষণ॥
তাহাদের দেখি বৃদ্ধ কাঁদিতে লাগিল।
মাঝীরা দেখিয়া তাহা বিস্ময় হইল॥
বলে, "মহাশয় কেন করেন রোদন?
নৌকাতে কি ছিল কেহ তব আত্মজন?"
বৃদ্ধ বলে, "আত্মজন নাহিক আমার।
কাঁদিতেছি কি কারণে শুন সমাচার॥
ছয়জন মরিয়াছে একি কভু ঘটে!
বুঝে দেখ সকলেতে ঘটে কিনা ঘটে?
বড়ই দরিদ্র আমি ভিক্ষা করে খাই।
পাত পাড়ি আগে যদি শ্রাদ্ধ-বাড়ী পাই!

ঈশ্বর যদ্যপি আজি হলেন সদয়।
আমার অদৃষ্টদোষে হল বিষময়!
একই দিবসে শ্রাদ্ধ হইবে সবার।
সুবিধা তাহাতে বল কি আছে আমার?
ছয় দিনে যদ্যপি মরিত ছয়জন।
তবেত আমার হতো মনের মতন!
একদিনে যত শ্রাদ্ধ কার বাড়ী যাই!
কার শ্রাদ্ধ বল আমি আগে গিয়ে খাই!"
মাঝীরা অবাক হলো শুনিয়া কারণ।
পামর বৃদ্ধেরে ত্যজি করিল গমন॥
খলের কপট-মায়া কে পারে বুঝিতে!
আপনি বিধাতা হার মেনেছে জানিতে!

ক্রমশঃ।

বুদ্ধি।

বুদ্ধি বিনা সংসারেতে বাস করা দায়।
বুদ্ধিহীন হলে লোকে কত কষ্ট পায়॥
বুদ্ধিহীন নরগণ পশুর সমান।
হিতাহিত কিছু তার নাহি থাকে জ্ঞান॥
সর্ব্বস্থানে সেইজন প্রতারিত হয়।
বুদ্ধিদোষে করে সেই ধন, মান, ক্ষয়॥
বুদ্ধিবলে এ সংসারে দেখ জ্ঞানিগণ।
কতই সুখেতে করে জীবন যাপন॥
বুদ্ধিগুণে নরগণ জগতে বিদিত।
বুদ্ধিদোষে নরগণ জগতে ঘৃণিত॥

বুদ্ধিহীন জনেরে কেহনা সমাদরে।
স্বজন বান্ধব তার সবে ঘৃণা করে ॥
জ্ঞানবান নির্বোধের কাছে নাহি যায়।
বুদ্ধিহীন মানবের জীবন বৃথায় ॥
এক বুদ্ধিমান যদি থাকয়ে সংসারে।
বিপক্ষ সহস্র মূর্খ কি করিতে পারে ॥
বুদ্ধি না থাকিলে কেহ সুখী নাহি হয়।
নির্বোধেরা করয়ে সংসার দুঃখময় ॥
বুদ্ধি না থাকিলে কার্য্যে নাহি হয় ফল।
মিথ্যা পরিশ্রম ভাই জানিবে কেবল ॥
ধরায় যাহারা সুখী বুদ্ধি তার মূল।
বিপদ সাগরে বুদ্ধি একমাত্র কূল ॥
তাই বলি প্রাণপণে ওহে সাধুগণ।
বুদ্ধি লাভ করি কর সফল জীবন ॥

শশক শাবক লয়ে কোন বনে চরে।
সিংহ এক সেই বনে আগমন করে ॥
দূর হতে সিংহকে করিয়া দরশন।
শশকে শশক-শিশু করে নিবেদন ॥
"দেখ পিত! দেখ, দেখ, সিংহ আগুয়ান।
এখনি আসিয়া সেই নাশিবে পরাণ ॥"
শাবকের কথা শুনি শশক তখন।
বলে, "এত ভয় কেন কর বাছাধন!
রোদন করহ তুমি ক্ষুধার লাগিয়া ॥
কৌশলে কেশরী আমি দেই তাড়াইয়া ॥"

শুনিয়া পিতার বাক্য শাবক তখন।
ক্ষুধাছলে উচ্চৈঃস্বরে করিল ক্রন্দন ।।
শশক তখন কহে তারে সম্বোধিয়া।
"ক্রন্দন করিছ যাদু কিসের লাগিয়া ।।
দশগণ্ডা সিংহ খেয়ে ক্ষুধা নাহি যায়।
তোমার জন্যেতে বল করি কি উপায়!
সিংহ ব্যাঘ্র যদ্যপি করহ দরশন।
অবিলম্বে আমারে হে করিও জ্ঞাপন ।।"
শশকের কথা শুনি কেশরী তখন।
উভরড়ে প্রাণভয়ে করে পলায়ন!
নির্ভয়ে শশকদ্বয় চরিতে লাগিল।
তার পরে শুন সবে পুনঃ কি ঘটিল ।।
কেশরী যাইতেছিল ত্বরিত গমনে।
হেনকালে দেখা কোন বানরের সনে ।।
বানরে ধরিয়া হরি খাইবারে যায়।
কাকুতি করিয়া কপি প্রাণভিক্ষা চায় ।।
বলে, "প্রভো কৃপা করি ছাড়হ আমারে।
শশক শাবক দিব খাইতে তোমারে ।।
বৃদ্ধ হইয়াছি আমি মম মন্দ মাস।
আমারে খাইলে তব মিটিবে না আশ ।।
ছাড়িতে বিশ্বাস যদি না হয় তোমার।
লেজে ধরি এস তুমি পশ্চাতে আমার ।।"
কপির কথার মত কেশরী তখন।
লেজে ধরি পিছু পিছু করিল গমন ।।
যে মাঠে শশক চরে শাবক সহিত।
কেশরী কপির সহ হল উপস্থিত ।।

দেখিয়া শাবক পুনঃ করিল ক্রন্দন।
বলে, "পিত! এই বারে নিশ্চয় মরণ ॥"
শুনিয়া শশক তবে শিশু প্রতি কয়।
"বারে বারে রোদন উচিত নাহি হয় ॥
বানরের সনে কথা সিংহ আনিবারে।
আনিলে নিশ্চয় বধি দিবহে তোমারে ॥"
দূর হতে সিংহ তাহা করিয়া শ্রবণ।
প্রাণভয়ে কপি সহ করে পলায়ন ॥
পরের অনিষ্ট যেই করিবারে যায়।
আপনার মন্দ সেই আগেতে ঘটায় ॥
সিংহ-হস্তে বানরের হইল মরণ।
বুদ্ধিগুণে শশকেরা বাঁচিল কেমন!

কোন এক শিবা বনে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
মাতঙ্গের মৃতদেহ পাইল দেখিতে ॥
অতি পুলকিত হয়ে শৃগাল তখন।
বসিল হস্তির মাংস করিতে ভক্ষণ ॥
দন্ত দিয়া করি-চর্ম্ম না হইল ভেদ।
তখন মনের দুঃখে শিবা করে খেদ ॥
হেনকালে সিংহ এক উপস্থিত আসি।
অমনি শৃগাল তারে কহিছে সম্ভাষি ॥
"প্রভো এই মৃত-হস্তী তোমার লাগিয়া।
বহুক্ষণ বসে আছি হেথা আগলিয়া ॥
পেটপূরে মাংস এর করহ ভক্ষণ।
অন্য মৃগ করিতে হবেনা অন্বেষণ ॥

তুষ্ট হয়ে শিবা প্রতি কহিতেছে হরি।
"নিজে না মারিলে পশু আহার না করি ॥
হস্তিমাংস সুখে তুমি করহ ভোজন।"
এতবলি পশুরাজ করিল গমন ॥
অনতিবিলম্বে এক শার্দ্দূল আসিল।
বাক্যের কৌশলে তারে শৃগাল কহিল ॥
"কেন ভাই এই বনে প্রবেশ করিলে!
এখনি বধিবে হরি তোমারে দেখিলে!
শবের রক্ষার তরে রাখিয়া আমারে।
গিয়াছেন কেশরী হে স্নান করিবারে ॥
বহুক্ষণ গিয়াছেন এলেন বলিয়া।
প্রাণে যদি ভয় থাকে যাও পলাইয়া ॥
"যদ্যপি শার্দ্দূল-কুল নির্ম্মূল না করি।
তবেত পারীন্দ্র নাম বৃথা আমি ধরি।"
—এই কথা বলেছেন নিকটে আমার।
জানিনা বাঘের প্রতি কেন কোপ তাঁর!
বাঘ বলে, "অপরাধ ক্ষম মোর ভাই।
এসেছিনু হেথা আমি সিংহে বলো নাই ॥"
শার্দ্দূল শিবারে কহি এতেক বচন।
প্রাণভয়ে তখনি করিল পলায়ন ॥
হেনকালে চিতাবাঘে পাইয়া দেখিতে।
শৃগাল কহিছে তারে হাসিতে হাসিতে ॥
"এস, এস, এই মাংস করহ ভোজন।
ভাবিতে ছিলাম আমি তোমার কারণ ॥
সিংহ স্নানে গেছে মোরে আগলিতে বলে।
খপ্ করে খেয়ে ভাই যাও তুমি চলে ॥

সিংহ বেটা খাবে মাংস প্রাণে কি তা সয় ?
তুমি খেলে কত মোর মন তৃপ্ত হয় !!"
চিতাবাঘ বলে, "মাংস খেতে নাহি চাই।
কোথা গেলে বাঁচিব বলহে আগে তাই ॥"
শিবা বলে, "কেন তুমি কর এত ভয়।
পলাতে বলিব আমি বুঝিয়া সময় ॥"
শিবা-বাক্যে চিতাবাঘ প্রত্যয় করিয়া।
দন্ত দিয়া হস্তি-চর্ম্ম ফেলিল ছিঁড়িয়া।
"খাইবার উপক্রম করিছে যখন।
শিবা বলে, "ওই সিংহ কর পলায়ন ॥"
প্রাণভয়ে চিতাবাঘ ছুটে পলাইল।
বুদ্ধির কৌশলে শিবা সে মাংস খাইল ॥

পূজা-বাড়ী গিয়া কোন ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ।
কতমতে করিলেক খাদ্য-আকিঞ্চন ॥
গৃহস্থের তার প্রতি দয়া না হইল।
নিরাশ হইয়া দ্বিজ বসিয়া পড়িল ॥
তখন অন্যের প্রতি করি সম্বোধন।
বলে, "এক কথা বলি করুন শ্রবণ ॥
মহামায়া চিরকাল নিমন্ত্রিত হন।
সবার বাটীতে তাঁর না হয় গমন ॥
বাবুর বাটীর পত্র পাইলেন যবে।
মহামায়া ডাকিলেন পরিজন সবে ॥
লক্ষ্মী প্রতি সর্ব্ব অগ্রে কহেন বচন ॥
"তুমি সে বাটীতে লক্ষ্মী করহ গমন ॥"

লক্ষ্মী বলে, "সে বাটীতে আমি না যাইব।
রাজবাটী গিয়া আমি আহার করিব।।"
সরস্বতী প্রতি তিনি কহেন তখন।
সরস্বতী তা শুনিয়া অস্বীকৃতা হন।।
গজানন কার্ত্তিক, করিল অস্বীকার।
ময়ুর মহিষাসুর মূষা আদি আর।।
সবে বলে, "বড় বাড়ী গিয়া মোরা খাব।
নির্দ্ধনের বাটী মোরা কেহ নাহি যাব।।"
কোন মতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা চাই।
ভাবিয়া আকুল মাতা লোক কোথা পাই।।
পবন আহারে সর্প প্রাণে বেঁচে থাকে।
অবশেষে যাইতে বলেন মাতা তাকে।।
এ বাটীতে হবে ওহে সর্পের আহার।
ভিখারী ফিরিয়া যায় একি অবিচার।"
শুনিয়া তাহার কথা গৃহস্থ যেজন।
অতিশয় অপ্রস্তুত হইল তখন।।
বাটী হতে খাদ্যদ্রব্য তখনি আনিয়া।
ভোজন করালে দ্বিজে উদর ভরিয়া।।
আহারান্তে দক্ষিণা আনিয়া তারে দিল।
ব্রাহ্মণ বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইল।।

টাকার পুঁটলী রাখি কোন নদীতীরে।
স্নানার্থে পথিক এক ডুব দিল নীরে।।
যেমন পথিক জলে মগন হইল।
ঘাট-চোর পুঁটলী লইয়া পলাইল।।

স্নান করি, তটে উঠি, শূন্য দেখি স্থান ।
পথিকের একেবারে উড়ে গেল প্রাণ ॥
পাতিপাতি সেই স্থান করি অন্বেষণ ।
না পাইয়া করে শেষে কাজিরে জ্ঞাপন ॥
পথিকের কথা কাজি শ্রবণ করিয়া ।
রাজদূতে তার সনে দেন পাঠাইয়া ॥
বলিলেন, "ঘাটে শীঘ্র করিয়া গমন ।
যষ্টির আঘাত কর হয়ে একমন ॥
তিনবার কারণ, যেজন জিজ্ঞাসিবে ।
ধরিয়া আমার কাছে তাহারে আনিবে ।"
আজ্ঞামাত্র দুইজনে করিল গমন ।
তার পরে কি ঘটিল শুন সর্ব্বজন ॥
দণ্ডাঘাত ভূমেতে করিছে দুইজনে ।
জনৈক সন্তাষে আসি মধুর বচনে ॥
"কিহেতু তোমরা ভাই করিছ এমন !
প্রকাশ করিয়া বল করিহে শ্রবণ ।"
রাজদূত বলে, "কিছু প্রয়োজন আছে ।
সে কথা বলিতে মোরা নারি তব কাছে ॥"
শুনিয়া সেজন তবে করিল গমন ।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে পুনঃ দিল দরশন ॥
বলে, "ভাই হইল হে বড়ই বিস্ময় ।
বুঝিতে না পারি এর কারণ নিশ্চয় ॥
ভূমে দণ্ডাঘাত করি কিবা ফল হবে ।
বৃত্তান্ত ভাঙ্গিয়া বল সুখী হই তবে"॥
রাজদূত তখন বলিল সেইজনে ।
"বলিতে নিষেধ আছে বলিব কেমনে !"

শুনিয়া তাহার কথা তবে সেইজন
পুনরপি তথা হতে করিল গমন ॥
বৈকালেতে সেইস্থানে আসি আরবার ।
বলে, "কৌতূহল বড় হয়েছে আমার ॥
অনুগ্রহ করি ভাই বলহ কারণ ।
শুনিয়া হউক মম সন্দেহভঞ্জন ॥
তখন তাহারা তারে বাঁধিয়া ফেলিল ।
কাজির কাছেতে পরে হাজির করিল ॥
বিচারান্তে চোর বলি জানা তারে যায় ।
কাজির বুদ্ধিতে পান্থ হৃতবস্তু পায় ॥

আছিল ইরোল দেশে কোন এক ধনী ।
বড়ই কুলটা ছিল তাহার রমণী ॥
কিন্তু সেই নারী ছিল এত বুদ্ধিমতী ।
বুঝিত না পতি তার সতী কি অসতী !
রামদাস নামে কোন গৃহ-দাস সনে ।
পাপীয়সী বদ্ধ ছিল প্রণয়-বন্ধনে ॥
একদিন, বাগানত, ধনাঢ্যের বধূ ।
দিতেছিল রামদাসে মুখ-পদ্ম-মধু ॥
হেনকালে ধনী বাটী আসি উপনীত ।
জায়ার চরিত্র জ্ঞাত হল আচম্বিত ॥
পতিরে আসিতে দেখি, ছল প্রকাশিয়া ।
অমনি তাহার কাছে যাইল ছুটিয়া ॥
বলে, "রামদাসে যদি পার ছাড়িবারে ।
তবে ত থাকিতে পারি তোমার সংসারে ॥

কর্পূর বাসিত বারি তোমার কারণ ।
গৃহেতে প্রত্যহ রাখি করিয়া যতন ।।
চুরি করি সেই জল খায় রামদাস ।
খবর রাখনা তুমি, সদাই উদাস !
ভৃত্যের বুকের পাটা এতদূর হয় ।
জেনে শুনে চোর পোষা উপযুক্ত নয় ।।
হাতেনোতে ধরিয়াছি মুখে গন্ধ আছে ।
শুঁখে দেখে বলিতেছি সত্য তব কাছে ।।"
এ দিকেতে রামদাস কৌশল প্রকাশি ।
"বিচার করুন," বলে প্রভু কাছে আসি ।।
"মিথ্যা অপবাদ রোজ দেন ঠাকুরাণী ।
পায়ে ছুঁয়ে বলিতেছি সত্য মম বাণী ।।
খাইয়া চক্ষের মাথা থাকি যেন ঘরে ।
যদি প্রভো খেয়ে থাকি জল চুরি করে ।।
খেতে যদি ইচ্ছা হয় চেয়ে নিয়ে খাব ।
চাইলে প্রভুর কাছে তখনি ত পাব ।।
প্রভুর খাবার দেখে খেতে মন যায় ।
হ্যাংলা দি আমি হে প্রভো তেমন লোলায় ।।
মিথ্যা অপবাদ গিন্নী দিলেন আমায় ।
ভগবান করিবেন বিচার ইহার ।।
এ বাটীতে আর আমি থাকিতে না চাই ।
পাওনা চুকায়ে দিন্ দেশে চলে যাই ।।
দুচক্ষের বিষ উনি দেখেন আমারে ।।
ছল খুঁজে বেড়ান, কেবল তাড়াবারে ।।
তাড়াতে বাসনা যদি হয়ে থাকে মনে ।
স্পষ্ট করি তাহা না বলেন কি কারণে ?

পোঁদে লেগে তাড়াবার কিবা প্রয়োজন ?
এখনি জবাব দিলে করি ত গমন ॥
হইয়াছি ওঁর যেন আপদ বালাই।
মিষ্ট কথা একদণ্ড শুনিতে না পাই !
নিত্য নিত্য কচ্‌কচী ভাল লাগে কার।
হেথায় থাকিতে সাধ্য নাহিক আমার ॥
হক্‌ কথা বলিলে ঘটিবে বিপরীত।
গায়ে পোড়ে দ্বন্দ্ব করা ওঁর কি উচিত ?
এসেছি পেটের দায়ে দাসত্ব করিতে।
তা বলে কি পারি এত যন্ত্রণা সহিতে ॥
মিষ্ট বচনেতে তুষ্ট সদা মোরা রই।
যে বলে কর্কশ বাক্য তার কেহ নই ॥
আমার কপাল পোড়া হয়েছে যেমন।
নতুবা লাঞ্ছনা সহে রব কি কারণ ?
ঠাকুরাণী আমার রাখিলে কষ্ট হন।
ছাড়াইয়া মোরে এবে রাখ অন্যজন ॥
পয়সা থাকিলে নাহি লোকের ভাবনা।
আমি গেলে আসিয়া যুটিবে কতজনা !
গতর থাকিলে নাহি ভাতের অভাব।
বস্ত্র লয়ে দেখাইল যাইবার ভাব ॥
তখন সে ভৃত্য প্রতি কহে ধনীজন।
গিন্নীর কথায় কেন রাগো বাছাধন ॥
সন্তানের স্নেহ মম তোমার উপর।
কি লাগি যাইতে চাহ চলি নিজঘর ?
দোষ দেখে আমি যবে দিব ছাড়াইয়া।
তখন যাইও তুমি বাটীতে চলিয়া ॥

আমি কিছু বলি নাই ভেবে দেখ মনে।
যাইতে উদ্যত তুমি হইলে কেমনে?
এতেক বলিল যদি সেই ধনীজন।
কপট সে কোপ ভৃত্য সম্বরে যখন॥
বিশ্বাসের পাত্র হয়ে পুনঃ গৃহে রয়।
বুদ্ধিগুণে দেখ সাধু কিবা নাহি হয়!
ছলনার সুচতুরা ভ্রষ্টা পাপমতী।
চোকে ধূলা দিয়া যেন ভুলাইল পতি!

সাধুগণে প্রতারণা করে ধূর্ত্তজন।
বিস্তারিয়া কহি শুন তার বিবরণ॥—

কাছাড় দেশেতে ধাম, শ্রীগুরু তাহার নাম,
কোন এক ব্রাহ্মণ-কুমার।
জুয়াচুরি করি দ্বিজ, সংসার পালিত নিজ,
বিপ্রবংশে বড় কুলাঙ্গার॥
ভাগিনেয় গোপেশ্বর, ছিল তার সহচর,
উভয়েতে একঅন্নে থাকে।
শ্রীগুরু যেখানে রয়, গোপেশ্বর ছাড়া নয়,
ফাকী দেয় যাকে পায় তাকে॥
এক দিন গোপেশ্বরে, শ্রীগুরু মধুর স্বরে,
বলে, "চল অন্যদেশে যাই।
চিরকাল এক দেশে, রহিয়াছি কায়ক্লেশে,
উন্নতির উপায় ত নাই॥
অদৃষ্টে যা থাক্ মাপা, অন্যদেশে চল বাপা,
বারেক যাইয়া দেখে আসি।"

গোপেশ্বর শুনি কয়, "সে ত মামা মন্দ নয়,
বিদেশগমন ভালবাসি ।।"
যুক্তি করে দুইজনে, শুভদিনে শুভক্ষণে,
দেশ থেকে প্রস্থান করিল ।
বহু পথ পর্য্যটনে, ক্লান্ত হয়ে দুইজনে,
এক দেশে আসিয়া পৌঁছিল ।।
মুদীর দোকান দেখে, গোপেশ্বরে দূরে রেখে,
শ্রীগুরু যাইল যুক্তি দিয়ে ।
"আমার আহার হলে, মোরে শীঘ্র দাও বলে,
মুদীরে কহিবে সম্ভাষিয়ে ।।"
শ্রীগুরু এতেক বলি, দোকানেতে গেল চলি
বলে, "খাদ্য আছে কি প্রস্তুত !
লুচি মণ্ডা ভাল চাই, ভাল দধি দিবে ভাই,
দাম নাহি দিব পেলে খুঁত ।"
সম্ভাষিয়া মুদী কয়, "এস দ্বিজ মহাশয়,
ইচ্ছামত খাদ্য হেথা পাবে ।
তুল্য দ্রব্য অল্প দামে, পাইবে না এই গ্রামে,
খেলে, দশমুখে গুণ গাবে ।।"
এতবলি মুদীজন, খাদ্য আনি ততক্ষণ,
ভাল স্থানে দিল পাত করে ।।
মনোমত খাদ্য পেয়ে, বার বার চেয়ে চেয়ে,
খায় দ্বিজ, আহ্লাদঅন্তরে ।।
উঠিবার দেরী নাই, গোপেশ্বর বুঝে তাই,
আসিয়া দিলেক দরশন ।
মুদীরে ডাকিয়া কয়, "মোর না বিলম্ব সয়,
শীঘ্র কর খাদ্য আয়োজন ।।

ব্রাহ্মণের ইচ্ছামত, মুদী খাদ্য দিল যত,
গোপেশ্বর খাইতে লাগিল।
এদিকে শ্রীগুরু খেয়ে, তোফা সাঁচি খিলি পেয়ে,
মনসুখে তামাকু খাইল।।
খাইতে খাইতে কয়, "যা তোমার প্রাপ্য হয়,
বল ভাই শীঘ্র ঠিক দেখে।
মুদী বলে, "মহাশয়, দশ আনা প্রাপ্য হয়,"
শুনি দ্বিজ, যায়, হুঁকা রেখে।।
মুদী বলে, "কোথা যাও, খেলে তার দাম দাও,"
শুনিয়া শ্রীগুরু তারে কয়।
"ওরে বেটা বেইমান, নাহি তোর কাণ্ডজ্ঞান,—
কতবার দাম দিতে হয়?"
এইরূপে চলে বোল, বেঁধে গেল গণ্ডগোল,
লোক আসি রাস্তায় জমিল।
গোপেশ্বর তাই দেখে, আহার স্থগিত রেখে,
ডাক ছেড়ে কাঁদিতে লাগিল।।
এদিকে ব্রাহ্মণে ধরে, মুদী টানাটানি করে,
ভয়ানক বাঁধিল রগড়।
সম্বরিতে নারি রাগ, হাত নিয়ে পেয়ে বাগ,
দ্বিজ গালে মারিল চাপড়।।
রাগেতে উঠিয়া ফুলে, মুদীরে ধরিয়া চুলে,
শ্রীগুরু ভুমেতে পাড়ে তারে।
হেরি তাহা লোকগণে, ছাড়াইয়া দুইজনে,
আদ্যোপান্ত চায় জানিবারে।।
গোপেশ্বর উচ্চৈঃস্বরে, তখনো রোদন করে,
যত লোক তার দিকে চায়।

বলে, "তুমি কি কারণে, কাঁদিছ আপন মনে,
গোপেশ্বর কহিল সবায়
"ওগো মহাশয়গণ, ভদ্রলোক ওই জন,
স্বচক্ষে দেখিনু দিলে দাম।
যদি ভয়ানক লোক, বাহিরে দেখায়ে রোক,
মিছামিছি করিছে হাঙ্গাম ।।
আমি দেখিয়াছি যবে, ওঁয়ার মোচন হবে,
আমার ত সাক্ষী কেহ নাই।
মোর কাছে প্রাপ্য যাহা, আমিও দিয়াছি তাহা,
রক্ষা পাব কিসে, কাঁদি তাই ।।"
শুনি কয় মুদী জন, "ওগো মহাশয়গণ,
উনি দাম দিলেন কখন ?"
গোপেশ্বর বলে, "তবে, স্বকর্ণে শুনুন সবে,
সত্য মিথ্যা আমার বচন ।"
দেখে শুনে লোকগণ, বুঝিলেক ততক্ষণ,
মুদীদোষে ঘটেছে সকলি।
মুদীরে প্রহার দিয়ে, দ্বিজদ্বয়ে ছাড়াইয়ে,
সকার্য্যে যাইল সবে চলি ।।
যাহার ব্যবসা যাহা, বুদ্ধি বিনা কভু তাহা,
চালাইতে কেহ নাহি পারে।
দেখ দেখি সাধুগণ, দুষ্ট বিপ্র দুইজন,
ফাঁকী দিল কিরূপে সবারে ।।

শান্তিপুরে লালচাঁদ নামে তন্তুবায়।
কাঁপিয়া উঠিয়াছিল নিজ ব্যবসায় ।।

মাসে মাসে কলিকাতা আসিয়া সেজন।
বস্ত্র বেচে টাকা লয়ে করিত গমন॥
পঞ্চানন নামে কোন নাপিত-তনয়।
দেখিয়া তাঁতির সুখ ঈর্ষান্বিত হয়॥
একবার লালচাঁদ কলিকাতা যায়।
লোকমুখে পঞ্চানন টের তাহা পায়॥
অর্দ্ধশত বস্ত্র লয়ে করেছে গমন।
এ কথাও লোকমুখে শুনে পঞ্চানন॥
বস্ত্র প্রতি দুই টাকা দর তার হয়।
শতাবধি টাকা লয়ে আসিবে নিশ্চয়॥
এতেক ভাবিয়া সেই নাপিত-নন্দন।
ফাকী দিয়ে টাকা নিতে করিল মনন॥
ট্যাকে দুটি সিকি লয়ে নাপিত-কুমার।
আসিবার পথে গিয়া দাঁড়াইল তার॥
কাপড় বেচিয়া তাঁতি হয়ে হৃষ্টমন।
ধীরে ধীরে নিজ বাটী করিছে গমন॥
নাপিত তাহার সঙ্গ লইয়া তখন।
নানা ছাঁদে আরম্ভিল কথোপকথন॥
হেনকালে বাজারের নিকটেতে এসে।
নাপিত তাঁতির প্রতি কহে হেসে হেসে॥
"আজি লালু! আসিতেছ কাপড় বেচিয়া।
কাঁচা-গোল্লা খাওয়াও উদর ভরিয়া॥"
লালচাঁদ বলে, "আজি ফিরি সুধুহাতে।
সত্য করি কহিতেছি তোমার সাক্ষাতে॥
পূর্ব্বমত কাপড়েতে লাভ আর নাই।
কষ্টে-সৃষ্টে একমুটো খেতে পাই ভাই॥"

তাঁতির দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
কিয়ৎক্ষণ চুপ করে থাকি পঞ্চানন ।।
বলে, "ভাই চল গিয়ে শিবের মন্দিরে।
প্রণাম করিয়া তাঁরে যাই বাটী ফিরে ।।
বড়ই জাগ্রত শিব আমি ভাল জানি।
সকল দেবতা চেয়ে ওঁরে আমি মানি ।।
যেদিন দুঃখেতে মোর চলেনা সংসার।
সেদিন শরণাপন্ন হইছে তাঁহার ।।
আমা প্রতি অনুগ্রহ আছে ওঁর যাই।
কোনমতে তাই আমি বেঁচে আছি ভাই ।।"
লালচাঁদ রাজি হলো তাহার কথায়।
উভয়ে মিলিয়া তবে শিবালয়ে যায় ।।
পঞ্চানন এক মনে ডাকে পঞ্চাননে।
কিয়ৎক্ষণ পরে বলে মধুর বচনে ।।
"লালচাঁদ! প্রভু আজি রাখিলেন মান।
উভয়কে দুটি সিকি করিলেন দান ।।
তখন একটি সিকি বাহির করিয়া।
তাঁতিরে সন্তুষ্ট করে হাত তার দিয়া।
পঞ্চানন বলে, "আমি পাইনু মাগিয়া।
তুমিও বারেক কেন, দেখনা চাহিয়া!"
লালচাঁদ সে কথায় দ্বিরুক্তি না করে।
এক মনে ভজে শিবে আহ্লাদঅন্তরে ।।
কিছু পরে পঞ্চানন বলে লালচাঁদে।
"পাইনু একশ টাকা প্রভুর প্রসাদে ।।
তব হাতে এবারেতে দিয়াছেন প্রভু।
একথা অন্যথা ভাই নাহি হবে কভু ।।

অতএব এস লই উভয়ে বাটিয়া ।”
শুনিয়া তাঁতির প্রাণ যাইল উড়িয়া ।।
লালচাঁদ বলে, “টাকা দিয়াছেন কারে ?
তোমার ওকথা সত্য নহেক এবারে !”
পঞ্চানন বলে, “তুমি মিথ্যা ভেবো নাই ।
অবশ্য তোমার কাছে টাকা আছে ভাই ।।”
এতবলি করি তার গাত্র অন্বেষণ ।
থলিপূর্ণ টাকা বার করিল তখন ।।
লালচাঁদ হতবুদ্ধি হইল দেখিয়া ।
পঞ্চানন অর্দ্ধঅংশ নিলেক গণিয়া ।।

ক্রমশঃ ।

সজ্জনের বাণী ।

সতী নারী যদি কভু নিজপতি ছাড়ে,
কৈলাস শিখর যদি পিপীলিকা নাড়ে ;
গরুড়ের ধন যদি হরি লয় কাকে,
শঠের শরীরে যদি পাপ নাহি থাকে ;
পশ্চিমেতে হয় যদি ভানুর উদয়,
সজ্জনের বাণী তবু নাড়িবার নয় ।

কুপুত্র দ্বারায় যদি যশঃ হয় কুলে,
যদ্যপি সৌরভ হয় শিমুলের ফুলে ;
সিন্ধুনীর মক্ষিকা যদ্যপি কভু শোষে,
পিতা প্রতি মূর্খপুত্র যদি নাহি রোষে ;
সাবিত্রী সমান সতী বেশ্যা যদি হয়,
সজ্জনের বাণী তবু নড়িবার নয় ।

ভিখারী-দুর্নাম যদি ব্রাহ্মণের যায়,
হংস মধ্যে যদি কভু বক শোভা পায় ;
অলঙ্কারলোভ যদি ছাড়ে নারীজাতি,
জোনাকী যদ্যপি ধরে চন্দ্রিমার ভাতি ;
মাখাল যদ্যপি কভু আম্র সম হয়,
সজ্জনের বাণী তবু নড়িবার নয়।

নিম্ববৃক্ষ যদি ধরে মধুময় ফল,
খলের চরিত্র হয় যদ্যপি সরল ;
এক স্থানে থাকে যদি কুরঙ্গ শার্দ্দূল,
মহিষ তুরঙ্গ, আর ভুজঙ্গ নকুল ;
নির্ব্বাসিত ব্যক্তি যদি মনসুখে রয়,
সজ্জনের বাণী তবু নড়িবার নয়।

মৎস্যাহার মার্জ্জারেরা যদি কভু ত্যজে,
ভেক প্রতি পদ্মিনীর মন যদি মজে ;
যমালয় হতে যদি মৃতজন ফিরে,
বহ্নির দাহিকা গুণ যদি বর্ত্তে নীরে ;
শুভকর্ত্রী হয় যদি শঠের প্রণয়,
সজ্জনের বাণী তবু নড়িবার নয়।

ক্রমশঃ।

"বালনানন্তরং সৌখ্যং স্বল্পমপ্যধিকং ভবেৎ।
কাথায় ক্রমমাস্বাদ্য স্বাদ্বতীবাম্বু বিন্দতে॥"

সমাপ্তঃ।